হইল। কেহ বা ভয়ে নিতান্ত অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গত্যন্তর বা উপায়ান্তর না দেখিয়া, অনুশাল্বেরই শরণাপন্ন হইল। বাহক সকল হাহাকারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। দেখিতে দেখিতে রণভূমি, অন্তকনগরীর ন্যায়, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল; হে রাজন! রুক্মিণীপ্রভৃতি বাসুদেবের মহিষীগণও, হায়! কি হইল! বলিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইলেন। অনর্গলনির্গলিত শোকাশ্রুপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া, তাঁহাদের দৃষ্টিমার্গ রুদ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর অমাবস্যার অবসানে পৌর্ণমাসী শশাঙ্কের ন্যায়, ভগবান্ বাসুদেব মূর্চ্ছার শেষে সংজ্ঞালাভ করিয়া, সকলের আনন্দবিধান করিলে, সত্যভামা, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! রণপণ্ডিত প্রদ্যুম্নকে সংগ্রাম হইতে বিনিবৃত্ত দেখিয়া, রোষভরে বিপুলদুঃখজনক পরুষবাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি নিজে কি বলিয়া অনুশাল্বভয়ে ভীত হইয়া, রণ হইতে পলাইয়া আসিলে? হে জগৎপতে! মৃত্যুর ভয়ে সকলেই পলাইয়া থাকে। যাহা হউক, তুমি যাহার ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছ, সেই অনুশাল্বের সংহারার্থ আমি কি স্বয়ং প্রচণ্ডবেশে মহাযুদ্ধে গমন করিব? তাহা হইলে, তোমাকে শস্ত্র সকল ছেদন ও অস্ত্রানল দগ্ধ করিতে পারিবে না। নাথ! যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য, বিধান কর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব সত্যভামার এই কথা শুনিয়া, পুনরায় যুদ্ধ করিবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলেন। সাতিশয় বলবান্ বৃষকেতু তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া শাল্বকে আহ্বানপূর্ব্বক, থাক, থাক, এই প্রকার বাক্যে কহিলেন, রে যোধকুলকলঙ্ক! শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদলাভে অবশ্যই তোমার বীরাভিমান বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘের ছায়ার ন্যায় তাহা এই মুহূর্ত্তেই লোপ প্রাপ্ত হইবে। আমি ভগবানের ন্যায়, আর্দ্রহৃদয় নহি, যে,তোমাকে ক্ষমা বা অনুগ্রহ করিব। এইপ্রকার সগর্ব্ব বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তিনি সপ্ত শরে দৈত্যপতিকে আহত করিলেন। দৈত্যরাজ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ ঘোর শাণিত দশ শর সন্ধান পূর্ব্বক তদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অপর শরচতুষ্টয় প্রয়োগপূর্ব্বক অনতিবিলম্বেই সারথির মস্তক ও তুরগসকল ছেদন করিয়াই ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিতে অতি অদ্ভুতের ন্যায় হইল। দৈত্যগণের কিলকিলাশব্দে সমস্ত রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বীরবর বৃষকেতু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত, তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় রথ সজ্জিত ও দিব্য তুরঙ্গমে সংযোজিত হইয়া তথায় সমাগত হইলে, তিনি দ্বিগুণিত উৎসাহে প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহাতে আরোহণ করিয়া, সুতীক্ষ্ণ সায়কপরম্পরা প্রয়োগপূর্ব্বক রথস্থ দৈত্যপতিকে সমন্তাৎ সমাচ্ছন্ন করিলেন। পর্ব্বত যেমন বারি-

ধারায়, তদ্রূপ তিনি পর্ব্বতপ্রতিম দৈত্যপতিকে শরধারায় আকীর্ণ করিয়া, দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করত, আমিষলুব্ধ মৃগেন্দ্রের ন্যায়. গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাবল কর্ণনন্দন তদীয় সারথি ও অশ্বদিগকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলে, দৈত্যপতি কোপকলুষিত নয়নে সবেগে সমুপাগত হইয়া. রথস্থ বৃষকেতুকে ভুজাগ্রধারণপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। উদারবুদ্ধি বৃষকেতু তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া, রোষভরে একমাত্র মুষ্টিপ্রহারে দৈত্যপতিকে জ্ঞানশূন্য ও ঘূর্ণিত করিয়া, ধরাতলে নিপাতিত করিলেন এবং সকলের নিরতিশয় বিস্ময় সমুদ্ভাবনপূর্ব্বক তাহাকে উৎসাহভরে দৃঢ়করে গ্রহণ করিয়া, বাসুদেবের সান্নিধ্যে সমাগত হইলেন। পরে আত্মীয়গণের বিপুল আনন্দ বিধানপূর্ব্বক ভগবান্ কেশবের হস্তে তাহাকে ন্যস্ত করিয়া, সগর্ব্বে ও সোৎসাহে কহিতে লাগিলেন, জনার্দ্দন! ইনিই তুরগ গ্রহণে সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভবদীয় প্রসাদে ও আশীর্ব্বাদে অধুনা আমার আয়ত্ত হইয়াছেন, অবলোকন করুন। আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আপনার অনুগ্রহে তাহা সফল হইল।

শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বিশিষ্টবাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমার ন্যায় বীরগণের বাক্য কখন ব্যর্থ হয় না। যেরূপ সূর্য্য চিরকালই প্রাতে উদিত হয়েন, মেঘ চিরকালই বারিবর্ষণ করে এবং অগ্নি চিরকালই প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ বীরগণ চিরকালই আপনাদের প্রতিজ্ঞা পালন করেন, ইহা সনাতন নিয়ম। কোনকালেই এই নিয়-

মের ব্যভিবার বা ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। অয়ি কর্ণনন্দন! তুমিই ধন্য। যেহেতু, তুমি নিজ বাক্য সফল করিলে। হে বীর! এই শাল্ব যেরূপ উদগ্রবিক্রম ও দুর্দ্ধর্ষপরাক্রম সম্পন্ন, তাহাতে তুমি ভিন্ন অন্যের সাধ্য কি, এই প্রবল রিপুকে সংগ্রাম হইতে আনয়ন করে। বৎস! তুমি এই অসাধ্য সাধন করিয়া, স্বনামধন্য পুরুষগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইলে, সন্দেহ নাই। তোমার পিতৃবংশও উজ্জ্বল ও বহুমান-বিশিষ্ট হইল।

বাসুদেব এইপ্রকার কহিতেছেন, এমন সময়ে দৈত্যপতি শাল্ব সংজ্ঞা লাভ করিয়া, সহসা অবলোকন করিলেন, নবজল-ধরের ন্যায় সুকোমল শ্যামলবর্ণে সমলঙ্কৃত ভগবান্ জগৎপতি জনার্দ্দন সম্মুখে বিরাজমান হইতেছেন। তিনি ভক্তির পবিত্র নয়নে সেই মনোহর শ্যামরূপের তুলনা দেখিতে পাইলেন না। অবাক ও অবশ হইয়া অতিমাত্র আগ্রহে আকাশ পাতাল অন্বেষণ করত কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায়, অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর আপতিত মনোবেগ অনেকাংশে নিরাকৃত হইলে, ধীরে ধীরে বৃষকেতুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বীর! তুমি আমায় চিরদিনের জন্য দুর্ভেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিলে। দেখ, ত্রিভুবনপাবনী জহ্নু-নন্দিনী যে পদের অভিলাষিণী তুমি আমাকে অদ্য সেই পদে পাতিত করিলে। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ন্যায়, সাধু পুরুষের সহিত আমার যেন জন্ম জন্ম এইপ্রকার শত্রুতা সংঘটিত হয়। লোকে বলিয়া থাকে, সাধুগণ শত্রু হইলেও অকপট ও অকৃত্রিম মিত্রের ন্যায়, সর্ব্বথা উপকার

বিধান করেন। অদ্য ইহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করিলাম। জনক, জননী, গুরু, বন্ধু ও দেবগণ কেহই সত্বর এই সনাতন পুরুষ বাসুদেবকে দর্শন করাইতে সক্ষম হয়েন নাই; কিন্তু তুমি শত্রু ভাবে পরাজয় করিয়া, আমার এই বাসুদেবদর্শন রূপ মহামহোৎসব বিধান করিয়া, মিত্রের ন্যায়, চরিতার্থতা সাধন করিলে। আহা! মদীয় বান্ধবগণ যাঁহার প্রভাবে পরম পদে উন্নীত হইয়াছেন, সেই এই সনাতন পুরুষ কমলাপতির সহিত অদ্য আমার সঙ্গতিলাভ সম্পন্ন হইল, ইহা অপেক্ষা পূর্ণ সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে! হে অনঘ! অদ্য তুমি আমার নিরতিশয় কল্যাণময় পরম সন্তোষ সম্পাদন করিলে। তোমার সহিত যাহার শত্রুভাব সংঘটিত হইয়াছে, তুমি স্বীয় পৌরুষসহায়ে তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলে। অথবা, প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রভাবে সঙ্গত অসঙ্গত উভয়ই সমান হইয়া থাকে এবং বিষও অমৃতরূপে লক্ষিত হয়। যাঁহারা প্রকৃত দাতা, তাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবের চরণাম্বুজ প্রদর্শন করেন।

বৃষকেতু কহিলেন, বীর! তুমি বাসুদেবের চরণসরোজে সঙ্গত হইয়াও যে বাক্যবিন্যাস করিতেছ, ইহাতে আমার সাতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। দেখ, শেষপ্রমুখ যোগিগণও এই বাসুদেবের সাক্ষাৎকার লাভে ভাবভরে বিহ্বল ও মূকবৎ বাক্য স্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া থাকেন। কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। কিন্তু তুমি অনায়াসেই বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, দেখিয়া আমার লজ্জা হইতেছে।

অনুশাল্ব কহিলেন, মতিমন্! ভগবান্ হরিকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া, আমার এইরূপ বাক্স্ফূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দেখ, এই সনাতন পুরুষ স্বয়ং বাক্যের প্রযোজক। সৃষ্টির আদিতে ইহাঁরই প্রভাবে পিতামহের মুখপরম্পরা হইতে বিশ্বজননী বাণীর আবির্ভাব হইয়াছে। তদবধি লোকে কথা কহিতে শিখিয়াছে। অধিক কি, এই জনার্দ্দন ভক্তের প্রাণ; ধ্রুবকে অক্ষয় শুভলোক সকল দান করিয়াছেন। সুতরাং ইহাঁর নিকট মৌনী হইয়া, বাক্য সংগত করা উচিত নহে। যিনি মদীয় প্রহারে ভীত হইয়া, সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া, পলাইয়া আসিয়াছেন, আমি তোমার সমক্ষে সেই হৃষীকেশের স্তব করিতেছি না। যিনি পাণ্ডবগণের সম্মুখে কোন কালেই যুদ্ধে কিছুমাত্র পীড়িত হয়েন নাই; সেই শত্রুনাশন ধীমান্ কৃষ্ণ কি বাস্তবিকই ব্যথিত হইয়াছেন? যাঁহার পবিত্র নাম স্মরণমাত্রে লোক সকল চতুর্ভুজবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া শঙ্খ, চক্র ও গদা হস্তে গরুড়ে আরোহণ করে, সেই বিষ্ণুর বিশ্বময় বপু কি মদীয় শরনিকরে পীড়িত হইয়াছে? এই ভূমা পুরুষ জনার্দ্দন স্বয়ং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। আহা! ইহাঁর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! কি বিশ্বমোহিনী মহীয়সী শক্তি! ইহাঁর প্রসাদে দেবরাজ ইন্দ্র সহস্র সহস্র সুরাঙ্গনার পতি হইয়াছেন? কিন্তু ইনি গোপবেশধারণপূর্ব্বক কুব্জিকাকে পরিগ্রহ করিয়াছেন। আহা, যাহাঁর প্রদত্ত বিবিধ রত্ন দ্বারা এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড পরিপালিত হইতেছে, তিনি নিশাগমে দ্রৌপদীর সামান্য শাকান্ন ভোজন

করিয়াও পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিলেন? যে সকল ব্রাহ্মণ পৃথুকপ্রদানপূর্ব্বক পরম পুরুষ বাসুদেবের সন্তোষ সাধন করেন, তাঁহাদের নন্দনাদি দিব্য স্থান সকল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু হরি স্বয়ং সামান্য তুলসীকাননেই বিহার করেন।

নরপতি অনুশাল্ব এই প্রকার কহিলে, ভগবান্ মাধব তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন ও দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার সংঘটিত করিলেন। তখন দৈত্যপতি সবিশেষ বিনতি সহকারে নমস্কার করিয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি আমার ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় মধ্যে পঞ্চম ও অন্যতর বান্ধব হইলে। অধুনা, পুরুষোত্তম মাধব যেমন বন্ধুপ্রীতির বশংবদ হইয়া আপনার বোধে এই যজ্ঞ পালন করিতেছেন তুমিও নিয়ত তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। আমি তোমারে পাইয়া সনাথ হইলাম।

দৈত্যপতি কুরুপতির এই কথা শুনিয়া ভীমপ্রমুখ সকলকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মহামতি যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, সময় উপস্থিত হইলে, আমি যেখানে সেখানে আপনার জন্য স্বকীয় বাহু ও মস্তক পর্য্যন্ত প্রদান করিব। এই বলিয়া দৈত্যপতি বিরত হইলেন; সকলে তাঁহার মৈত্রীদর্শনে একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল।

এদিকে মহাবল বৃষকেতু সমস্ত পার্থিবমণ্ডল জয় করিয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিকট যজ্ঞীয় তুরঙ্গম আনয়ন করিলে, তিনি পুরুষোত্তম বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া, সস্নেহ

মধুর বাক্যে কর্ণনন্দনকে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি ধন্য, স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ। অধিক কি, তোমার সংশ্রয় বশতঃ দৈত্যপতি অনুশাল্ব আমাদের মিত্রপক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ ও কার্য্যও সম্পন্ন হইল ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। বৎস! তুমি ও কৃষ্ণ, তোমরা উভয়েই আমার পরম প্রীতিভাজন ও নিরতিশয় স্নেহপাত্র। ভাগ্য-ক্রমে তোমাদিগকেও কুশলী দেখিলাম।

ধর্ম্মনন্দন হর্ষভরে উভয়ের এই প্রকার প্রশংসা করিয়া পরম পুলকিতান্তঃকরণে অশ্বকে অগ্রসর করিয়া বীরগণের সহিত হস্তিনা নগরে প্রবেশ এবং প্রিয়তম মাধব ও ব্রাহ্মণ-গণের সহিত সভামধ্যে রাজাসনে উপবেশন করিলেন। বিবুধগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়, নক্ষত্র ও তারা-গণের মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায়, অথবা ধর্ম্ম ও সত্য প্রভৃতি সদ্-গুণসঙ্গত বিনয়ের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা সমুদ্ভূত হইল। তাঁহাকে অদ্ভুত মহাভূত বলিয়া, সর্ব্বভূতের অনুভূত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবকী, যশোদা, কুন্তী, রোহিণী, রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি অঙ্গনাগণ এবং অনসূয়া ও অরুন্ধতী ইহাঁরা পরস্পরের সম্মাননা সহকারে সেই অশ্বের পূজা করিতে লাগিলেন।

এদিকে যজ্ঞারম্ভসময়ে সমস্ত নরপতিবর্গ ক্রমে ক্রমে সমাগত হইলেন। রাশি রাশি অন্ন, পান, অগুরু, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারভারে ভারাক্রান্ত হইয়া তাঁহারা উৎকৃষ্ট অশ্ব ও হস্তীর সহিত আগমন করিলেন। ঐ সকল বস্তু যুধিষ্ঠিরকে

উপায়নস্বরূপ প্রদান করিবার জন্য আনীত হইয়াছিল। এইরূপে বাসুদেবের হস্তিনায় আগমনের বিংশতিদিন পরে চৈত্রী পূর্ণিমা উপস্থিত হইলে, দারুণ অসিপত্র ব্রতাবলম্বী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত দীক্ষিত হইয়া অশ্বকে যজ্ঞ-মণ্ডপে স্থাপন ও বিহিতবিধানে পূজা করিয়া সমবেত দ্বিজাতি-মণ্ডলে অসংখ্য ধনবিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতবাদিত্রের মধুরধ্বনি পরম পুণ্যাবহ বেদধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া, দিক্ বিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন চামর, কুঙ্কুম ও চন্দনচর্চ্চিত বস্ত্র, দ্বারা মণ্ডিত ও উৎকৃষ্ট ধূপে ধূপিত করিয়া, সেই যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন ও অর্জ্জুনকে তাহার রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। ধনঞ্জয় অগ্রজের আদেশবশংবদ হইয়া সুন্দররূপে স্নান, শুভ্রবসন পরিধান ও গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। তদীয় গলদেশে দূর্ব্বাচম্পকনির্ম্মিত মালা দোদুল্য-মান ও মস্তকে চামর সহিত ছত্র ধ্রিয়মাণ হইল। তিনি তদবস্থায় মহোৎসাহসহকারে সম্মুখীন হইলে,ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে প্রফুল্লচিত্তে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পার্থ! তুমি সর্ব্ব-প্রযত্নে এই অশ্বের রক্ষা করিবে। বাসুদেবের প্রভাবে ও প্রসাদে তোমার যেন কোনরূপ বিঘ্ন আপতিত না হয়; তুমি পথিমধ্যে নিরাপদে গমন কর। তোমার যেন কুত্রাপি ভয় উপস্থিত না হয়। তুমি পুনরায় সহায় ও পরিচ্ছদের সহিত কুশলে আগমন কর। হে পার্থ! অনাথ, দীন, সচ্চরিত্র, শরণাগত ও বদ্ধাঞ্জলি, যাচমান এই সকল ব্যক্তির সহিত কদাচ যুদ্ধ করিও না। হে মতিমন্! পিতৃহীন বালকদিগকেও সর্ব্বথা রক্ষা করিবে।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে ও অন্যান্য গুরুজনকে নমস্কার করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় কৃষ্ণজননী দেবকী, নিজজননী কুন্তী, প্রদ্যুম্নজননী রুক্মিণী ও দুর্য্যোধনজননী গান্ধারী এবং অনসূয়া, অরুন্ধতী ও ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করিয়া পরে কুন্তীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! ধর্ম্মরাজ আহ্লাদিত হইয়া আমাকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পরম প্রীতিভাজন অর্জ্জুনের এই বাক্যে তাঁহাকে স্নেহভরে দৃঢ়করে আলিঙ্গন করিয়া মধুরস্বরে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মরাজের অশ্বরক্ষার্থ গমন করিতেছ। তিনি তোমাকে কতগুলি সহায় ও কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়াছেন? হে পরন্তপ! আমার নিকট এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, মাতঃ! মহাত্মা বাসুদেব প্রিয়পুত্র প্রদ্যুম্নকে স্বীয় সৈন্য সমুদায় সম্প্রদানপূর্ব্বক আমার সহায় স্বরূপ নিয়োগ করিয়া এই রূপ কহিয়াছেন, বৎস! অর্জ্জুন আমার প্রাণসম প্রিয়সখা। তুমি ইহাঁর সহায়তা কর। প্রাণপণে অশ্বকে আমার ন্যায় রক্ষা করিবে। পিতা আপনার সর্ব্বস্ব পুত্রহস্তে ন্যস্ত করেন। পুত্র সাধুশীল হইলে, পিতৃধন রক্ষা করিতে পারে; অসাধু হইলে, নষ্ট করিয়া থাকে।

অনন্তর পুরুষোত্তম বাসুদেব কর্ণতনয় বৃষকেতুকে সৈন্যমণ্ডলে পরিবৃত করিয়া অশ্বরক্ষার্থ আমার সহায় হইতে আদেশ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অনুশাল্ব ও সপুত্র

যৌবনাশ্বও তদীয় আদেশে আমার সাহায্যার্থ নিয়োজিত হইয়াছেন। অতএব আপনি আমার জন্য কোন মতেই চিন্তা করিবেন না। ভগবান্ জনার্দ্দন আমার প্রতি প্রসন্ন আছেন। সেই সনাতন হরি যাহার প্রতি প্রসন্ন, তাহার কোন বিপদ ঘটে না। তিনি ভক্তগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। অতএব আপনি ভয়, বিষাদ ও চিন্তা-ত্যাগ করিয়া, প্রসন্নমনে আমারে বিদায় প্রদান করুন।

পতিব্রতা কুন্তী কিরীটির এই বাক্য আকর্ণন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি সকল যুদ্ধেই বৃষকেতুকে রক্ষা করিবে। তুমি বৃষকেতু বিনা প্রত্যাগত হইলে এই যজ্ঞ নিরতিশয় শোচনীয় হইবে। বৎস। তুমি সর্ব্বত্র জয় লাভ পূর্ব্বক বিজয়ী হইয়া, অশ্ব রক্ষা করত সংবৎসর অবসানে পুনরায় আগমন কর। এই বলিয়া তিনি ধনঞ্জয়কে গমনে অনুমতি করিলেন। মহাবল পার্থ ভগবান্ বাসুদেবকে বারংবার দর্শন ও নমস্কার করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। বিবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল এবং তদীয় সর্ব্বশরীর হোমধূপে সুবাসিত হইল। কুমারীগণ লাজ মাল্যে তাঁহাকে আচ্ছন্ন এবং পুরবাসীরা প্রসন্নদৃষ্টিসহকারে জয় ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিল।

অনন্তর স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব মধ্যাহ্ন সময়ে সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম মোচন করিলেন। তাহাতে ঐ অশ্ব তদীয় সমক্ষে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলে কর্ণনন্দন বৃষকেতু বৃদ্ধগণের অভিবাদনান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, তৎকালসমুচিত মৃদুবাক্যে আপনার একমাত্র পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহি-

লেন, প্রিয়ে! আমি মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত অশ্বের রক্ষণার্থ প্রস্থান করিলাম। তুমি পরম প্রযত্নে গৃহবাসিনী কুন্তী প্রভৃতি মাননীয়া রমণীগণের ও পুরবাসী বৃদ্ধদিগের সেবা করিবে। সাধুগণের পরিচর্য্যায় পরম সৌভাগ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। ভাবিনি! তুমি গৃহে রহিলে, আমি বিদেশে চলিলাম; অতএব আমাকে বিস্মৃত হইও না।

বৃষকেতুর পত্নী পরম ভদ্রস্বভাবা ভদ্রা স্বামীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, নাথ! আপনি আমার হৃদয় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। যদি স্বীয় মন ত্যাগ করিয়া, যাইবার অভিলাষ হয়, গমন করুন; যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমা দ্বারা কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বামী স্ত্রীর পরম দেবতা ও সাক্ষাৎ সর্ব্বতীর্থ এবং সনাতন সদ্গতি। যাহা হউক, আপনি সর্ব্বপ্রযত্নে অশ্বের রক্ষা করিবেন। সম্মুখ-সংগ্রামে কদাচ বিমুখ হইবেন না। এই পুরমধ্যে কৃষ্ণের স্ত্রী সকল বাস করিতেছেন। ইহাঁরা প্রকৃত পৌরুষেয় গুণের সবিশেষ পরিচয় বিদিত আছেন। অতএব আপনি কোন মহাযুদ্ধে বিমুখ হইয়াছেন শ্রবণ করিলে, ইহাঁরা আমাকে দেখিয়া, হাস্য করিবেন। স্ত্রীমুখসমুদ্ভূত সেই হাস্য সহ্য করা আমার সাধ্য হইবে না। কেন না, আমি আপনার গুণানুরাগিণী ভার্য্যা। বিশেষতঃ ইহাঁদের স্বামী এই বাসুদেব সংগ্রামে বিমুখ হইয়াও সম্মুখ; ইত্যাদি সম্যক্-রূপে চিন্তা করিয়া কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত গমন করুন।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবীর কর্ণসুত প্রিয়তমার এবম্বিধ

বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি ভীরু! যদি সমস্ত ভুবন যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হয়, তুমি শুনিতে পাইবে, আমি যুধিষ্ঠিরের কার্য্য সাধনার্থ তাহাও বিদলিত করিয়াছি। আমি প্রথিতযশা কর্ণের পুত্র। সুতরাং সংগ্রামে বিমুখ হইলে, বাসুদেবের মাহাত্ম্য এক কালেই বিফল হইবে। কাশীতে মরণে মুক্তি, গয়ায় পিণ্ডদানে এবং প্রয়াগে মাঘ মাসে স্নান করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। আমি সংগ্রামে বিমুখ হইলে, এই সকলেরও বৈপরীত্য ঘটিবে। অধিক কি, তোমার এই বিম্বাধরবিমণ্ডিত মুখমণ্ডলও পুনরায় আমার দর্শনসুখ সম্পাদন করিবে না। এই বলিয়া মহাবল পরাক্রান্ত বৃষকেতু অসংখ্য বীরে বেষ্টিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণ, গোসমূহ ও যজ্ঞীয় হোমদ্রব্য সমুদায় পুরস্কৃত করিয়া, প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে বাসুদেব ও ভীমাদি সকলেই পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এদিকে অর্জ্জুনের অশ্ব মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিল। বীর নীলধ্বজ নানাজনসমাকীর্ণ, নিত্যোৎসব-বিলাসপূর্ণ, দুর্গমণ্ডিত ও লিঙ্গাকৃতি উল্লিখিত পুরীর রক্ষা করেন। তত্রত্য লোক সকল সরিদ্বরা নর্ম্মদার নির্ম্মল সলিল পান করিয়া জীবন ধারণ করে। নানাবিধ দিব্য বেশ বিভূষিত নর নারীগণের সান্নিধ্যবশতঃ উহা নিরতিশয় মনোহারিণী, দেখিলে বোধ হয়, রতিপতি উমাপতির ভয়ে ভীত হইয়া, তথায় প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। তৎকালে নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর তত্রত্য রমণীয় কাননে পুষ্পিত লতাকুঞ্জে চম্পক-তরুমূলে দিব্য আসন বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক

সহস্র সহস্র রমণীর সহিত বিহার করিতেছিলেন। হে জনমেজয়! গৌরী, শ্যামা ও বরবর্ণিনী রমণীগণে আপনাদের প্রভু বিশালনয়ন সেই রাজনন্দনের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল। যাহার রজোদর্শন হয় নাই, তাহাকে শ্যামা, যাহার রজোদর্শন হইয়াছে, তাহাকে বরবর্ণিনী এবং যে নারী অপ্রসূতা তাহাকে গৌরী ও প্রসূতা রমণীকে ভাবিনী বলে।

তৎকালে প্রবীর বিচিত্র রত্নমালায় বিভূষিত স্বীয় মহিসী মদনমঞ্জরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! রমণীগণ সকলে মিলিত হইয়া, পুলকিতচিত্তে লতানিচয় হইতে কুসুমচয়ন করুক। তদীয় নিদেশ শ্রবণ করিয়া রণদ্বলয়বিভূষিত বিলাসিনীগণ সুমধুরস্বরে হর্ষভরে প্রাণনাথের মনোহর চরিত গান করিতে করিতে কুসুমচয়নে প্রবৃত্ত হইল। এমন সময়ে অর্জ্জুনের বদ্ধপত্র চন্দনচর্চ্চিত রত্নমালাবিমণ্ডিত কামিনীকরকুঙ্কুমে অলঙ্কৃত ও বিবিধমাল্যে সুশোভিত যজ্ঞীয় তুরঙ্গম তথায় যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিল। প্রবীরের মহিষী মদনমঞ্জরী সেই অশ্বরত্ন অবলোকন করিয়া, স্বামীকে কহিতে লাগিলেন, নাথ! দেখুন, গোক্ষীরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, মুক্তামালামণ্ডিত ও সুন্দরস্কন্ধবিশিষ্ট অশ্ব সমাগত হইয়াছে। উহার অধর তাম্রবর্ণ, খুর সকল রক্তবর্ণ, কর্ণ ও নেত্রদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ ও পুচ্ছ পীতবর্ণ। উহার ললাটে ঐ যে সুন্দররূপে লিখিত পত্র বদ্ধ রহিয়াছে, নাথ! উহা পাঠ করিয়া আমাকে শুনাও। এবং অশ্বকে ধারণ করিয়া আমার প্রীতি সাধন কর।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবীর প্রবীর প্রিয়তমার এই কথা

শ্রবণপূর্ব্বক তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ হর্ষভরে অশ্বের মাল্যদামমণ্ডিত কেশপাশ গ্রহণ করিয়া, তদীয় ললাট-পত্র তাঁহার নিকট পাঠ করিলেন। উহার মর্ম্ম এই, রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞের জন্য এই অশ্ব মোচন ও অর্জ্জুনকে উহার রক্ষণার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে, রাজারা স্বপ্রভাবে ইহাকে ধারণ করুক। এই প্রকার পত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রবীর সেই অশ্বকে ধারণ ও পুরমধ্যে প্রেরণ করিলেন। পরে সমস্ত স্ত্রীমণ্ডলী পুর-প্রবেশ করিলে, স্বয়ং যুদ্ধপ্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। ধনঞ্জয়কে তাঁহার তৃণ তুল্য জ্ঞান হইল। সুবিপুল সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহারাজ! এদিকে মহাবল ধনঞ্জয় অশ্বের পরিদর্শনক্রমে অনুশাল্ব,প্রদ্যুম্ন,যৌবনাশ্ব ও ধীমান্ বৃষ-কেতুর সহিত তথায় সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে মহাবল বৃষকেতু সকলের অগ্রেই আগমন করিয়া দেখিলেন,প্রবীর ব্যূহসংস্থান পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তাহা-দিগকে অবলোকনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া, থাক থাক, এই প্রকার বাক্যে কহিতে লাগিলেন,আমি নীলধ্বজের পুত্র প্রবীর, তোমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব পুরমধ্যে প্রবিষ্ট করি-য়াছি। অদ্য অর্জ্জুন তাহারে মোচন করুক। অনন্তর তিনি কর্ণ-পুত্র বৃষকেতুকে কহিতে লাগিলেন,প্রথমে তুমি আমার সহিত

যুদ্ধ কর; পশ্চাৎ অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে এবং অন্যান্য মহাবল বীরগণেরও সহিত ঐরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। এই বলিয়া তিনি পাঁচবাণে বৃষকেতুকে পীড়িত করিয়া, চারি-বাণে তাঁহার চারি অশ্ব ও একবাণে সারথিকেবিদ্ধ করিলেন। কর্ণনন্দন বৃষকেতুও সহাস্য আস্যে তাঁহাকে সপ্ত শরে আহত করিয়া, নিরতিশয় রোসভরে অপর শরচতুষ্টয় প্রয়োগপূর্ব্বক তদীয় শুকপক্ষীসন্নিভ অশ্বসকলকে শমনসদনের অতিথি করিলেন এবং সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। প্রবীর আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক এক শর প্রয়োগ করিলে, তাহার দারুণ আঘাতে বৃষকেতু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর প্রবীর অনুশাল্বকে এক বাণে বিদ্ধ করিলে তিনি তাহার প্রতি শরজাল বিস্তার করিলেন, প্রবীর এক কালেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তদ্দর্শনে হাহা-কারে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন পাবকপ্রতিম নীলধ্বজ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত সমাগত হইয়া, প্রবীরকে মুক্ত করিলেন এবং প্রত্যেক বীরকে দশ দশ বাণে সমাহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

সব্যসাচী ধনঞ্জয় নীলধ্বজ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্য নিপীড়িত হইতে দেখিয়া, দারুণ ক্রোধ আহরণপূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাক্য প্রয়োগ করিয়া পাঁচবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মাহি-ষ্মতীপতি নীলধ্বজও সহাস্য আস্যে মহাবেগে সেই সকল শর অর্দ্ধপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে অপ্র-মেয় অর্জ্জুন অতিমাত্র পৌরুষপ্রদর্শনপূর্ব্বক এককালে সহস্র শর পরিত্যাগ করিলে, বিষ্ণুভক্ত যেমন বিষ্ণুর স্তবমালা

পাঠ করিয়া ভয়ঙ্কর যমদূতকে অদৃশ্য করে, ক্রোধমূর্চ্ছিত বলগর্ব্বিত নীলধ্বজ তেমনি অলক্ষিত হইলেন। অনন্তর বিষ্ণুর নামোচ্চারণপূর্ব্বক গর্জ্জনশীল লোকের দর্শনে দূতগণ যেরূপ উত্থিত হয়, মূর্চ্ছার অবসানে রাজর্ষি নীলধ্বজ সেইরূপ পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক স্বীয় জামাতা অগ্নিকে ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ বরণ করিলেন। হুতাশন নীলধ্বজের করমুক্ত হইয়া, অর্জ্জুনসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। মত্ত মাতঙ্গ ও তুরঙ্গসকল অগ্নির জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়মান হইল। রথী ও পদাতিসকল অসহমান হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। করভসকল, শরীর দগ্ধ হওয়াতে ভারত্যাগপূর্ব্বক বনাভিমুখে ধাবমান হইল এবং বামীসকলও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিল। রাশি রাশি ধনপূর্ণ শকট, চামর, ছত্র ও কবচ দগ্ধ হইয়া গেল। রণভূমি ক্ষণমধ্যেই অগ্নিময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকের অন্তঃকরণে দুর্নিবার ভয়কম্প উপস্থিত করিল।

সমরশ্লাঘী পার্থ অগ্নির উপশম বাসনায় বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন তিনি নিরুপায় ভাবিয়া, প্রজ্বলিত পাবকের স্তব করিয়া কহিলেন, হে হব্যবাহ! তুমি দেবগণের মুখ, তোমাকে নমস্কার। মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমারই প্রীতির নিমিত্ত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তুমিই আমাকে গাণ্ডীব ধনু ও দিব্য রথ প্রদান করিয়াছ। হে বিভো! তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদাই অনুগ্রহপরায়ণ, এক্ষণে তুমি অতিমাত্র প্রদীপ্ত হওয়াতে, আমার সৈন্য সকল হত ও যজ্ঞীয় অশ্ব নীত হই-

য়াছে। তুমি আমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছ, আমি কি করিব?

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! হুতাশন কিরূপে মহারাজ নীলধ্বজের জামাতা হইয়াছিলেন? তিনি ভগবান্ অগ্নিকে আপনার কোন্ কন্যা সম্প্রদান করেন? এই সমস্ত শুনিবার জন্য আমার অতিশয় কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মহারাজ নীলধ্বজের জ্বালানাম্নী সুমধ্যমা সহধর্ম্মিণী স্বাহা নামে ধর্ম্মচারিণী পরমসৌন্দর্য্যশালিনী কন্যা প্রসব করেন। বন্ধুবর্গের প্রীতিজননী, নিরতিশয় রূপশালিনী ও ত্রিভুবনের মোহকারিণী স্বাহা পিতৃগৃহে চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তদবস্থা দুহিতাকে দর্শন করিয়া কাহাকে সম্প্রদান করিবেন, এই চিন্তায় নীলধ্বজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং সেই সুলোচনা কন্যাকে প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! আমার পটমণ্ডপে সহস্র সহস্র রাজা ও রাজপুত্র অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে তোমার কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ হয়, বল।

স্বাহা লজ্জানম্রবদনে উত্তর করিলেন, তাত! মানুষ লোভের বশীভূত ও মোহে আচ্ছন্ন, আমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আপনি দেবলোকে আমার উপযুক্ত বর সন্ধান করুন।

নীলধ্বজ কহিলেন, অয়ি শোভনে! তুমি মহাবাহু দেবরাজকে পতিত্বে বরণ কর। শুনিয়াছি, তিনি মানুষীর প্রতি

কামনাপরতন্ত্র। অবশ্যই তোমার বরণার্থ মদমত্ত ঐরাবতে আরোহণ করিয়া সেই অনন্তলোচন সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্র মর্ত্ত্যে আগমন করিবেন।

স্বাহা পিতৃবাক্যশ্রবণে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত! দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তপস্বিগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া থাকেন, পরের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারেন না, মহর্ষি গৌতমের ভার্য্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন এবং অনুজ কেশবকে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব কোন্ রমণী তাঁহাকে কামনা করিবে? বিশেষতঃ যাঁহার প্রভাবে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন,সেই কনিষ্ঠ জগন্নাথ বিষ্ণুকে নিতান্ত মোহিত করিয়া তিনি কৃতঘ্নতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বরণ করিব না। এক্ষণে যে কারণে মানুষদিগকে ত্যাগ করিলাম,শ্রবণ করুন। স্ত্রীদিগের শরীর স্বভাবতই সমল। সুতরাং যে রমণী প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পতি বরণ করে, শুনিয়াছি, শীলভঙ্গপ্রযুক্ত তাহার ঘোর নরক লাভ হইয়া থাকে। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে, যিনি অপবিত্র না ভাবিয়া, তদীয় গাত্র স্পর্শ করেন, তাত! সেই দেবগণের মুখস্বরূপ পাবক অগ্নিকেই পতিত্বে বরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। অন্য দেবতা, অসুর, পন্নগ বা উরগ কাহাকেও আমি বরণ করিব না। হুতাশন যদি স্বয়ং আসিয়া আমাকে বরণ করেন, তাত! আপনি তাঁহাকেই সম্প্রদান করিবেন।

জৈমিনি কহিলেন, নরপতি নীলধ্বজ কন্যার এই প্রকার কথা শ্রবণে বিস্মিত ও হৃষ্টচিত্ত হইলেন। কিন্তু স্ত্রীসকল

হাস্য করিয়া পরুষবাক্যে কহিতে লাগিল, অয়ি বালে! তুমি রাজাকে কি বিপরীত কথাই বলিতেছ। হায়, কি কষ্ট, যিনি সকলের দাহ ও ভক্ষণ করেন, সেই কৃষ্ণবর্ত্মা, মেঘবাহন, আতুরভাবাপন্ন, সপ্তজিহ্ব, ধূম্রমুখ অগ্নিকে তুমি কিরূপে বরণ করিবার কথা কহিতেছ? অথবা স্ত্রীগণের চিত্ত স্বভাবতঃ অতি কদর্য্য, সেই জন্য কদর্য্য লোকেরই অনুসরণ করে। দেখ, পদ্মিনী অতি কুৎসিত ভ্রমরে আসক্ত হয় এবং জগত্ত্রয়ের পাবনী জাহ্নবী নীচপথে গমন করেন।

স্বাহা তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ উপবনে গমন করিলেন এবং স্নান ও শুভ্রবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত বহ্নি স্থাপন করিয়া, নিয়ত তাঁহার ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বিজাতিগণ তদীয় নিদেশপরতন্ত্র হইয়া অগুরু, চন্দন, ঘৃত, পায়স, শর্করা, ইক্ষুখণ্ড, দ্রাক্ষা, তিল, কর্পূর, তাম্বূল, শক্তু, মোদক ও রম্ভাফল অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। শব্দায়মান-বলয়কঙ্কণবিভূষিত মুক্তামালা-মণ্ডিত বালিকা স্বাহা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া, হুতাশনের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্তা হইলেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে ভগবান্ হব্যবাহন দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া বিপ্রবিগ্রহপরিগ্রহপূর্ব্বক মহারাজ নীলধ্বজের নিকট সমাগত হইলেন। রাজা প্রথমে অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া, পরে আদরসহকারে তাঁহারে জিজ্ঞাসিলেন, দ্বিজ! কোথা হইতে আসিলেন? আদেশ করুন, আমাকে আপনার কি করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্রে আমার

জন্য হইয়াছে, কন্যালাভকামনায় আসিয়াছি, জানিবেন। তোমার গৃহে সেই কন্যা অবস্থিতি করিতেছেন; আমাকে সম্প্রদান কর।

রাজা কহিলেন, মদীয় কন্যা হুতাশনে অভিলাষিণী হইয়াছেন, মানুষে তাঁহার শ্রদ্ধা ও স্পৃহা নাই। অতএব যদি রুচি হয়, তাহা হইলে অপর কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! আমিই সেই হুতাশন, জানিবেন। আমি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়াছি এবং স্বাহার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে নৃপোত্তম! আমাকে স্বাহা সম্প্রদান করুন।

জৈমিনি কহিলেন, তত্রত্য জনগণ সকলেই এই কথায় স্মেরবদন হইয়া রাজাকে কহিতে লাগিল, এই ব্রাহ্মণ কপট কথা কহিতেছেন। হে নৃপোত্তম! ইনি কন্যার্থী ব্রাহ্মণ, বাস্তবিক অগ্নি নহেন। কিন্তু অগ্নি ভিন্ন কোন ব্রাহ্মণের হস্তে স্বাহাকে সম্প্রদান করা হইবে না। আপনার সচিব কি ব্রাহ্মণের সম্যক্‌রূপ পরীক্ষা করিতে জানেন না?

মন্ত্রিগণ এই কথায় সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিভো! আপনাকে অগ্নি বলিয়া আমাদের জ্ঞান হইতেছে না। অতএব আপনি স্বকীয় রমণীয় পাবকরূপ প্রদর্শন করুন। তখন অগ্নি শিখাপরম্পরা বিস্তার করিয়া সেই ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া রোষভরে প্রথম মন্ত্রিকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সচিব দগ্ধ হইলে, সমুদায় লোক কম্পিত হইয়া উঠিল। নরপতি নীলধ্বজ তৎক্ষণাৎ বহ্নিসূক্ত প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এই অবসরে এক মহা আমোদজনক ব্যাপার সংঘটিত হইল। কন্যার মাতৃষ্বসা রাজাকে কহিলেন, তুমি কোন-মতেই এই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিও না। ইনি ঐন্দ্র-জালিকের ন্যায় এই অগ্নিকাণ্ড প্রদর্শন করিলেন, বাস্তবিক ইনি অগ্নি নহেন। রাজা হাস্য করিয়া শালিকাকে কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি জামাতাকে স্বগৃহে লইয়া যাও। অয়ি কল্যাণি! অয়ি বরাননে! তথায় লইয়া গিয়া বিশেষ-রূপে এই ব্রাহ্মণের পরীক্ষা কর।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণের সহিত স্বগৃহে গমন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! শীঘ্র আমার নিকট পরীক্ষা প্রদান কর। তখন অগ্নি কুপিত হইয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তদীয় বরচিত্রিত মন্দির ও মনো-হর তোরণ এবং সুশোভন প্রচ্ছাদন ও পট্টশালা সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি সেই দহ্যমান বস্ত্র ত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া সবেগে পলায়ন করিলেন। হে সুরেশ্বর! তদ্দ-র্শনে তথায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। লোক সকল বহ্নিভয়ে অভিভূত হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। কন্যার মাতৃষ্বসা সুস্বরে রোদন করিতে করিতে রাজভবনে সমাগত হইয়া কহিলেন, রাজন্! বহ্নি আমার গৃহদাহে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন, তুমি তাহাঁকে নিবৃত্ত কর।

রাজা কহিলেন, ভদ্রে! তুমি স্বল্পসময়মধ্যেই পাবকের পরীক্ষা করিয়াছ। আর ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি বিশেষ রূপে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিয়া লই।

রাজ্ঞী কহিলেন, রাজন্! তোমার বেশ পরীক্ষা করা হই-

য়াছে। অতএব ইনিই তোমার জামাতা হউন। রাজা নীলধ্বজ এই বাক্যে অগ্নিকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত এই নিয়ম করিলেন, তুমি কখনো আমার পুরী হইতে যাইতে পারিবে না। যদি ইহাতে সম্মত হও, তাহা হইলে কন্যাদান করি। যে সকল রাজা আমার বৈরী হইয়া যুদ্ধে সমাগত হইবে, তাহাদিগকে তুমি দগ্ধ করিবে।

ঐ সময়ে মন্ত্রী তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আপনি কি করিতেছেন? অগ্নিকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া, সর্ব্বদা গৃহে রক্ষা করিতেছেন? হে নরাধিপ! ইনি স্বাহাকে লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করুন। রাজা মন্ত্রীর কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, হে মন্ত্রিসত্তম! যতদিন জামাতা আমার গৃহে থাকিবেন, তাবৎ আমার নিরতিশয় তেজস্বিতা লোকলোচনের গোচর হইবে, সন্দেহ নাই। তথাহি আমি নগররক্ষার জন্যই অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ইহাঁকে স্বাহা সম্প্রদান করিলাম।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! অনন্তর মহারাজ নীলধ্বজ শুভলগ্নে অগ্নিকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পাণিগ্রহ সম্পন্ন হইলে, বহ্নি রাজগৃহে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তদাপ্রভৃতি অগ্নি রাজার সেই পুরোত্তমে উল্লিখিত নিয়মানুসারে বাস করিতেছেন। রাজা এক্ষণে সেই জামাতা বহ্নিকেই অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই কারণ সমস্ত কহিলাম। হে মহাবুদ্ধি জনমেজয়! পুনরায় অগ্নির কথামৃত শ্রবণপুটে পান কর। অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া ভগবান্ পাবক

পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে পৃথানন্দন ধনঞ্জয় নারায়ণাস্ত্র স্মরণ করিলে, উহা তাঁহার করগত হইল। অগ্নি নারায়ণাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সম্মুখে অধিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন, হে পার্থ! সকল শুদ্ধির হেতুভূত পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব সমীপে থাকিতে, রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধি লাভে উদ্যত হইয়াছেন, এই কারণেই তোমার প্রতি উক্তরূপ দণ্ড প্রয়োগ করিলাম। বেদ, যজ্ঞ, বা মন্ত্র কিছুই হরিবিনা শুদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ নহে। এই কারণে কেশবে বিশ্বাস স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তুমি ক্ষীরসাগরের অধিকারী হইয়া, কি জন্য ছাগীদোহনে উদ্যত হইয়াছ, অথবা সমুদিত ভাস্করকে পরিত্যাগ করিয়া, কিরূপে খদ্যোতে বাসনা বন্ধন করিতেছ? হে বীর! তুমি আমার সখা; আমি তোমার প্রতি কখনই কৃতঘ্ন নহি। দেখ, আমি ত্বদীয় সৈন্য আক্রমণপূর্ব্বক সংগ্রামে নিপীড়িত করিয়াছি, কিন্তু তুমি যদি প্রথমেই নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিতে, তাহা হইলে, তোমার সৈন্য কোনরূপেই সেরূপ দগ্ধ হইত না। যাহারা ভগবান্ জনার্দ্দনের স্মরণ করে,তাহারা সংসারতাপবর্জ্জিত হইয়া থাকে। অতএব তোমার সৈন্যসকল পুনরায় উত্থিত হউক। হে পার্থ! রাজা আমাকে প্রয়োগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে অশ্ব প্রত্যাহৃত হয়, তাহার সন্ধান কর। অগ্নি এই বলিয়া অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া, স্বয়ং নীলধ্বজের সমীপে গমন করিলেন। রাজা হুতাশনকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে, তুমি মদগর্ব্বিত হইয়াছ।

হে বিভো! অদ্য রণে ধনঞ্জয়ের সৈন্য সমুদায় দগ্ধ করিয়া, তুমি সাধু অনুষ্ঠান করিয়াছ।

জৈমিনি কহিলেন, রাজার এই অতীব দারুণ কথা শ্রবণ করিয়া, হুতাশন হর্ষভরে হাস্য সহকারে তাঁহাকে প্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, সর্ব্বপাপবিনাশন দেব বাসুদেব সর্ব্বদা যাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বিরাজমান, কাহার সাধ্য,তাহার সৈন্যসকল দগ্ধ বা নিপাতিত করে। অতএব হে রাজশার্দ্দূল! উত্থান করিয়া অর্জ্জুনকে পরিতুষ্ট ও তুরগ প্রত্যর্পণ কর, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল লাভ করিবে। বজ্রপাণি দেবরাজ নিবারণ করিলেও, আমি এই হরিসখা ধনুষ্পাণি ধনঞ্জয়ের সমক্ষে খাণ্ডবকানন দগ্ধ করিয়াছিলাম। অদ্য তোমার গৃহ-জামাতা হওয়াতে সেই সৌহার্দ্দ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। অতএব গৃহ-জামাতার জন্মে ও নিরর্থক জীবনে ধিক্!

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর রাজা নীলধ্বজ তদীয় বাক্য হিতকর বিবেচনা করিয়া, স্বীয় মহিষীকে কহিলেন, অধুনা অর্জ্জুনকে অশ্ব অর্পণ কর। মহিষী কহিলেন, তোমার পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ, বান্ধব ও ভয়াবহ বাহিনী বিদ্যমান থাকিতে, কি জন্য অশ্ব প্রদান করিব। তুমিও স্বয়ং সাতিশয় শৌর্য্যশালী ও ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। কোষেও কোন কালেই অর্থের অভাব নাই। বিশেষতঃ মনুষ্যের জীবন অনিত্য। তবে কেন অশ্বপ্রদানে উদ্যত হইয়াছ!

রাজা নীলধ্বজ প্রিয়ার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া, পুনরায় হৃষ্টচিত্তে সসৈন্যে যুদ্ধে কর্ণহন্তা ধনঞ্জয়ের সান্নিধ্যে গমন করিলেন। অর্জ্জুন তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া, অস্ত্র সকল

মোচন করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণ নারাচ সকল প্রয়োগ করিয়া, বহুতর সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিলেন। অনন্তর তিনি রাশি রাশি শরসন্ধানপূর্ব্বক সমস্ত আচ্ছন্ন করিলে, লোকমাত্রেরই নিরতিশয় বিস্ময় সমুদ্ভূত হইল। মহাবল নীলধ্বজের মহাবল পুত্র ও ভ্রাতৃগণ নিহত, রথ ভগ্ন ও সারথি নিপাতিত হইল। অর্জ্জুন পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া সতেজে এই সকল ব্যাপার সমাধান করিলেন। স্বয়ং নীলধ্বজ মূর্চ্ছিত ও রথোপরি পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সারথি তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিল।

অনন্তর রজনীর সমাগমে রাজা নীলধ্বজ সমাগত হইয়া রোষভরে জ্বালাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমিই আমাকে যে দুষ্টবুদ্ধি প্রদান কর, তৎপ্রভাবে আমার সুহৃদ্গণ নিহত হইয়াছে। অতএব রে দুষ্টে! তুমি যাও বা থাক, আমি অশ্ব প্রদান করিব। এই বলিয়া রাজা যজ্ঞাশ্ব গ্রহণ করিয়া রাশি রাশি রত্ন কাঞ্চন ও বস্ত্র আদানপূর্ব্বক মন্ত্রির সহিত মিলিত হইয়া, যেখানে অর্জ্জুন তথায় গমন ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাবাহু পার্থ! আজ্ঞা করুন; আমি কি করিব। অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি পৃথিবীমধ্যে বীর। আমার সহিত মিলিত হইয়া, এই বৎসর আমার অশ্বের রক্ষা করুন।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর যজ্ঞীয় অশ্ব দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলে, অর্জ্জুন নীলধ্বজের সহিত তাহার পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে নীলধ্বজের মহিষী জ্বালা তৎক্ষণাৎ

আপনার ভ্রাতা উল্মুকের পুরীতে গমন করিলেন। তিনি সেই পটচ্চর দেশে সমাগত হইয়া, ভ্রাতাকে নমস্কার করিয়া ক্রন্দন করত রোষভরে কহিলেন, অর্জ্জুন স্বীয় তেজে আমার গৃহ দগ্ধ, স্বামীকে জয়, পুত্র সকল নিহত, দেবর ও ভাসুরকে বিনষ্ট, সৈন্যসকল ক্ষয়, অশ্বপ্রত্যাহরণ এবং রাজাকে অগ্রেসর করিয়াছেন। হে বীর! আপনি যদি আমার নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে নিপাত করেন,তাহা হইলেই জানিব, আপনি আমার যথার্থ ভ্রাতা ও সুহৃদ। যদি না করেন, তাহা হইলে, আমার অশ্রু-প্রমার্জ্জন হইবে না।

জৈমিনি কহিলেন, হে ভারত! উল্মুক দূতবাক্যে ভগিনী জ্বালার বিচেষ্টিত অবগত হইয়া তাঁহাকে সবিশেষ সান্ত্বনা করত কহিলেন, ভদ্রে! অতঃপর তুমি এই পুরীতে বাস কর। আমার এই রাষ্ট্রমণ্ডল তোমারই জানিবে, আমি কিয়ৎকালমধ্যেই তোমার সম্যক্ প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। তখন জ্বালা কুপিত হইয়া কহিলেন, আপনি কি জন্য অদ্যই শত্রু-বধে গমন করিতেছেন না? উল্মুক কুপিত হইয়া কহিলেন, রে দুষ্টে! তুমি যেমন আপনার গৃহ নষ্ট করিয়াছ, সেইরূপ আমারও করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ। অতএব শীঘ্র মদীয় গৃহ হইতে প্রস্থান কর।

জ্বালা তদীয় বাক্যে গৃহ হইতে নির্গত ও গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া, নৌকায় আরোহণ করিয়া পরপারগমন সময়ে কহিতে লাগিলেন, আমার বাম চরণে ভাগীরথীসলিল-বিন্দু সংলগ্ন হইয়াছে। সুতরাং গঙ্গাম্বু স্পর্শ বশতঃ আমার পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহার এই কথা

শ্রবণ করিয়া উল্মুক কহিতে লাগিল, রে দুষ্টে! রে দারুণে! তুমি নৌকায় আরোহণ করিয়া এ কি বলিতেছ? পৃথিবীতে যাঁহার সলিল সমস্ত পাতক নাশ করে, যাহাতে মজ্জনমাত্রে মহাপাতকিরাও সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া, বিষ্ণুলোকে গমন করে, সেই গঙ্গার নামগ্রহণমাত্রে লোকে নরক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। তুমি বলিতেছ, তাঁহার সলিলস্পর্শ করিলে পাতক জন্মে।

জৈমিনি কহিলেন, লোক সকল এইপ্রকার কহিতেছে, এমন সময়ে সুমঙ্গলা গঙ্গা সলিলমধ্য হইতে সহসা আবির্ভূতা হইয়া জ্বালাকে কহিলেন, তুমি এ কি কথা বলিলে?

জ্বালা কহিলেন, রে অপুত্রে! আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। তুমি পূর্ব্বে জলমধ্যে মগ্ন করিয়া সপ্ত পুত্র নিহত করিলে, মহারাজ শান্তনু তোমার নিকট একমাত্র জিত-কাম পুত্র প্রার্থনা করেন। পার্থ শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাহাকেও বিনষ্ট করিয়াছে। এইরূপে পুত্রহীন হওয়াতে ত্বদীয় সম্পর্কে তোমার এই জল নিতান্ত দূষিত হইয়াছে।

ভাগীরথী এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তৎ-ক্ষণাৎ জনার্দ্দনসখা অর্জ্জুনকে অভিশপ্ত করিলেন, আমার পুত্র পাণ্ডবগণের হিতকারী ও পিতামহ এবং ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য। যে ব্যক্তি তাহাকে নিহত করিয়াছে, অদ্য হইতে ছয় মাস মধ্যে তাহার শির ভূপতিত হইবে।

অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া, সুমতি জ্বালা হৃষ্টচিত্তা হইলেন এবং তিনি অগ্নিতে পতিত

ও ভয়ঙ্কর বাণরূপে আবির্ভূত হইয়া, ধনঞ্জয়ের সংহারবাসনায় বভ্রুবাহনের তূণীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,এদিকে হরি (যজ্ঞীয় অশ্ব) হরি (সিংহ) দর্শন করিয়াই যেন বেগভরে হরিপদ (আকাশ) আশ্রয় করিয়া মাহিষ্মতী হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রয়াণ করিল এবং ক্রমে গমন করিয়া রাশি রাশি অর্জ্জুনবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত ও দেবগণের সহিত বিরাজমান বিন্ধ্যপর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইল। অর্জ্জুন তাহার পশ্চাতে এবং তৎপশ্চাৎ তদীয় সুবিপুল সৈন্য বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। সৈন্যগণের সমাগমে বিষম পথও সমান হইয়া গেল। বনজাক্ষ (পদ্মলোচন) বনবাসী দেবতারা বনচর হরিসেবক অর্জ্জুন ও তদীয় অশ্বকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর যজ্ঞাশ্ব যোজনায়তী মহতী শিলা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া সেই শিলাতে আপনার অঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে হরি পাদস্পর্শে শিলাকে স্ত্রী করিয়াছিলেন; এই প্রকার চিন্তা করিয়াই যেন সেই দুর্বুদ্ধি হরি (অশ্ব) ঐ শিলা স্পর্শ করিল। তৎক্ষণাৎ স্বয়ং বজ্রলেপময় ও চলৎশক্তিরহিত হইয়া গেল। হরিনামসাধর্ম্মে কেহ কেহ সদ্গতি লাভ করে, কেহ বা তদীয় আরাধনাপরাঙ্মুখ হইয়া, ঐরূপ জড়দেহ হইয়া থাকে।

হরিসেবকগণ সেই হরিকে (অশ্বকে) জড়ীভূত অব-

লোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ কৈতবহাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, অশ্ব কি সংঘর্ষণবশে লীন হইয়া গেল। কেহ বা অর্জ্জুনের নিকট তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া কহিল, শিলাঘট্টনবশে আপনার অশ্ব জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে। অর্জ্জুন তাহাদের কথা শুনিয়া, প্রদ্যুম্নের সহিত তদবস্থ অশ্বকে দর্শন করিয়া, বিষাদে মলিন ও বিস্মিত হইলেন। অনন্তর ভীমানুজ পার্থ, নিশাগমে পঙ্কজের ন্যায় ম্লান হইয়া, বারংবার অশ্বের উদ্ধার করিতে কহিলেন। অশ্বসেবকেরা অর্জ্জুনের আজ্ঞানুসারে স্থূলাকৃতি কশাসকল গ্রহণ করিয়া, বিবিধ উপায় প্রয়োগসহকারে সবলে অশ্বকে তাড়না করিতে লাগিল এবং ক্রোধভরে মুষ্টি ও জানু সহায়ে বিশেষরূপে প্রহার আরম্ভ করিল। হে নৃপসত্তম! তাহারা কশাসহযোগে শিলাও কর্ষিত করিল। তথাপি, বিষ্ণুসেবনে বৈষ্ণবগণের ন্যায়, অশ্ব শিলা হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন হইল না।

অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন, ইহা শিলারই কার্য্য কিংবা রাক্ষসের চেষ্টিত, জানিবার জন্য চরদিগকে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! চরগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র ত্বরিতপদে গমন করিয়া মুনিদিগকে ঐ শিলার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করত পর্ব্বতগহ্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিনিষেবিত রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইল। শাল, তাল, তমাল, কর্ণিকার, রসাল, বকুল, চম্পক, নারিকেল, কেশর এবং বিবিধ বিচিত্র সরোবরসমূহে ঐ আশ্রমপদ নিরতিশয় সুশোভিত। তথায় পশুগণের কোন

রূপ বিঘ্ন বা বিপদ নাই। ব্যাঘ্রগণ গোগণের সহিত মিলিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। মার্জ্জার সকল ইন্দুরের দশন দ্বারা স্ব স্ব গাত্র কণ্ডূয়ন করিতেছে। সর্প সকল নকুলের সহিত বৈরভাব ত্যাগ করিয়াছে। বৃহৎ মৎস্যেরা ক্ষুদ্র মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করে না। উলূকেরা তথায় দিবাভাগে কাকগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। অন্যান্য ক্রূর ও হিংস্র পশুগণও অমিততেজা মহর্ষি সৌভরির প্রভাবে সৌম্যত্ব অবলম্বন করিয়াছে। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। মহর্ষি স্বীয় তপোবলে সমস্ত পার্থিব উপদ্রবই তথা হইতে দূরীকৃত ও স্বর্গের যাবতীয় সৌভাগ্য একত্রিত করিয়াছেন। কাহার সাধ্য, তথায় কোনরূপ অত্যাচার করিয়া পার প্রাপ্ত হয়। চরগণ সেই আশ্রম অবলোকন ও মহর্ষি সৌভরিকে সন্দর্শন করিয়া হর্ষনির্ভর কলেবরে অর্জ্জুনকে আসিয়া নিবেদন করিল।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন, মহীপতি যৌবনাশ্ব ও কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন সকলে তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, মহর্ষি সৌভরি ঋষিসভামধ্যে সমাসীন হইয়া শিষ্যদিগকে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন এবং বহুসংখ্য ঋষিকে বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করাইতেছেন। অর্জ্জুন মুনিগণের সহিত মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা, নাম অর্জ্জুন। বোধ হয়, ভগবান্ এ অধীনের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। হে ঋষিসত্তম! অশ্বমেধ যজ্ঞের পূরণার্থ যজ্ঞীয় অশ্ব দৈবাৎ এই তপোবনে আসিয়া পাষাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর

তাহার চলৎশক্তি নাই। আমরা যুদ্ধে বলবান্ বান্ধব কুরু-দিগকে সংহার করিয়া, যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, সেই পাপের শান্তিজন্য ধর্ম্মরাজ এই অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু অশ্ব পাষাণে বদ্ধ হওয়াতে তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অতএব হে বিভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পাপশান্তি ও অশ্বমোচনের উপায় বলিয়া দিন।

জৈমিনি কহিলেন, নিখিলশাস্ত্রকর্ত্তা সৌভরি অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং ভগবান্ বাসুদেব কুরু-ক্ষেত্র সমরে যে অধ্যাত্ম উপদেশ করেন, তাহা সমগ্র স্মরণ করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! শ্রবণ কর; তুমি বৃথা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ যে, আমি বন্ধুদিগকে সংহার করিয়াছি। আর সাক্ষাৎ বাসুদেব যখন তোমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা অধি-ষ্ঠান করিতেছেন, তখন এই অশ্বমেধশ্রমও নিরর্থক। হে পার্থ! আমি কুরুদিগকে নিপাতিত করিয়াছি, তোমার এ ভ্রমও বৃথা। দেখ, কে কাহাকে বধ করে, কে কাহার হন্তা এবং কে কাহাকে হিংসা করে, কে কাহার হিংসক? আর কেই বা কাহাকে বলে, কে কাহার বক্তা। অতএব তুমি আমাকে বলিতেছ কেন?

অর্জ্জুন কহিলেন,বিপ্র! আপনি যে কুরুক্ষেত্রে ভগবানের কথা শুনাইলেন, তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব হে মহামুনে! যাহাতে আমার এই ভ্রম অপনীত হয়, তাহা বিধান করুন।

সৌভরি কহিলেন, এই সংসার ভগবান্ হরির মায়া। সরিৎ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ইত্যাদি সমস্ত দৃশ্য-

মান চরাচরই অনিত্য, কেবল একমাত্র বাসুদেব নিত্য। অতএব সেই জগন্নাথেরই ধ্যান কর। শত শত অশ্বমেধ-যজ্ঞেও কোন ফল নাই। তুমি যখন ভগবান্ হরিকে পশ্চাৎ করিয়া এই সামান্য হরিকে (অশ্বকে) পুরোবর্ত্তী করত বহি-র্গত হইয়াছ, তখন তোমাকে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। বুঝিলাম, তুমি কল্পবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া চূতবৃক্ষের অভিলাষী হইয়াছ; কিংবা চিন্তামণি পরি-হার করিয়া সামান্য কাচের কামনা করিতেছ। এই অসার সংসারে শরীরীমাত্রেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। জন্মিলে নিশ্চয়ই মরিতে হয়। মানুষ বিষয়ের প্রলোভনে ইহা বুঝিতে পারে না। এই দেহ রক্ত, পূয, শ্লেষ্মা ও দুর্গন্ধ ইত্যাদির আধার। ইহাতে কিছুমাত্র সার নাই। হে অর্জ্জুন! জল, বায়ু, আকাশ, তেজ ও পৃথিবী এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ ভূত ও পঞ্চ বায়ু একত্র মিলিত হইয়া, এই দৃশ্যমান দেহকে বিভাগ করত ধারণ করিতেছে। বাস্তবিক দেহ বলিতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই। এইরূপে বহুর অধীন এই দেহ আবার ত্রিদোষের আধার,যে ত্রিদোষ হইতে বহুল দোষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। হে সব্যসাচিন্! পরভূত হইতে উল্লিখিতরূপে এই স্বরূপ দেহের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণপুরুষ অরূপ জনার্দ্দন এই সরূপ দেহে প্রবেশ করিয়া লীলা করিয়া থাকেন। তিনি তোমার সখা সুহৃৎ ও হিতকারী এবং তিনিই তোমার একমাত্র শরণ্য। অতএব তাহারই শরণাপন্ন হও। তোমরা তাঁহারই প্রেরণানুসারে অশমেধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে ধর্ম্মতৎপর

হইয়া, তদীয় আদেশ পালন কর। তিনি ভিন্ন সংসারের যখন গতি নাই, তখন তোমাদেরও তিনিই একমাত্র গতি। মেঘের ছায়ার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এই অসার সংসারে কাহারও কিছুমাত্র আশ্বাস বা অবলম্বন নাই। কিন্তু পরিণামে যাহাতে শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া অবসন্ন হইতে না হয়, তজ্জন্য অবলম্বন সংঘটন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মৃত্যুর পর কি হইবে, কে বলিতে পারে সত্য, কিন্তু এই দেহ মৃত্যুর পর একবারে না থাকিবার জন্য গঠিত হইয়াছে এ কথা কোন্ সাহসে বলিতে পারা যায়। অতএব তোমরা এক-মাত্র বাসুদেবেরই শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাদের উদ্ধার করিবেন।

অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার সংশয় নিরাকৃত হইল। হে সৌভরি! এক্ষণে এই শিলার কারণ সবিস্তরে বর্ণন করুন।

সৌভরি কহিলেন, মহাবাহু পার্থ! শ্রবণ কর। এই শিলা পূর্ব্বজন্মে মহর্ষি উদ্দালকের ভার্য্যা চণ্ডীনামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণী ছিল। বিবাহসময়ে বিদ্বান্ ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণ অগ্নিসমীপে ইহাকে, সর্ব্বদা স্বামিকার্য্য করিও, এই প্রকার নিয়োগ করিলে, ইনি বালস্বভাবপ্রযুক্ত উত্তর করিলেন, হে ব্রাহ্মণবর্গ! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, কখনই স্বামি-কার্য্য করিব না। ব্রাহ্মণগণ এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, বালস্বভাবপ্রযুক্ত ইহার মুখ হইতে এই প্রকার বাক্য বিনির্গত হইয়াছে। অতএব এবিষয়ে কোনরূপ বিস্ময় কর্ত্তব্য নহে। হে মানদ! মহর্ষি উদ্দালকও সেই

চণ্ডীকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া, বালিকা বলিয়া, গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন না। তিনি নিজ হস্তেই অগ্নিহোত্রের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে তাঁহাকে প্রৌঢ়া অবলোকন করিয়া, মহর্ষি উদ্দালক মৃদু-বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! অতঃপর তুমি অগ্নির পরিচর্য্যা কর। ইহাতে তোমার গর্ভে বীর্য্যবান্ ও বহুশ্রুতবান্ পুত্র-সকল জন্মগ্রহণ করিবে। চণ্ডী স্বামীর এই কথা শুনিয়া, কোপে অরুণলোচনা হইয়া কহিলেন, আমি অগ্নির পরিচর্য্যা করিব না; আমার পুত্রে প্রয়োজন নাই। অনন্তর উদ্দা-লক আপনার কমণ্ডলু দিতে কহিলে, চণ্ডী অকারণ রোষভরে দুই করে তাহা ধারণ করিয়া, ভূমির উপরে ফেলিয়া দিয়া একবারে চূর্ণিত করিলেন; উদ্দালক বিস্মিত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি রাত্রিতে একাকী শয্যায় থাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমায় কিছু বলিব না। তুমি দূরে শয়ন করিও না। এই কথায় চণ্ডী গৃহ হইতে বাহিরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। ব্রাহ্মণপুঙ্গব উদ্দালক চণ্ডীর এই প্রকার ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। তিনি আর সন্ধ্যাদিকার্য্য এবং পর্ব্বদিনে তর্পণাদিও কিছুই করিতে পারে না।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে,একদা মহর্ষি কৌণ্ডিল্য তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সৎস্বভাব শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া, তদীয় গৃহে সমাগত হইলেন। উদ্দালক অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক সমুচিতবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন। কৌণ্ডিল্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি কিজন্য কৃশ

হইয়াছ। তোমার কীদৃশী চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। তোমার কয় কন্যা এবং কয়টিই বা পুত্র ?

উদ্দালক কহিলেন, আমার কন্যা নাই, পুত্রও নাই; স্ত্রী স্বভাবতঃ কটুভাষিণী। যাহা বলি, তাহা শুনে না বা করে না; সে কোটিকল্পেও আমার কথামত কার্য্য করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আগামী কল্য অমাবস্যা; আমার পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কি করিয়া কি করিব, তাহাই ভাবিয়া এরূপ দুঃখিত, চিন্তিত ও কৃশ-ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমি স্ত্রীর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক এবিষয়ে আমাকে কর্ত্তব্য উপদেশ করুন।

কৌণ্ডিন্য এই কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি ধীরে ধীরে চণ্ডীর কাণের কাছে গিয়া বল, তোমায় অগ্নির শুশ্রূষা বা কমণ্ডলু প্রদান কিছুই করিতে হইবে না; শুদ্ধ বসিয়া থাকিও। হে উদ্দালক! তুমি স্বীয় বধূকে ইত্যাদি কথা বলিবে। আমি এখন মহর্ষি গৌতমের তীর্থে চলিলাম। তাহা দর্শন করিয়া, পরে আবার আসিব। তুমি শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

মহর্ষি উদ্দালক কৌণ্ডিন্যের এই বচোমৃত পান করিয়া, চণ্ডীকে কহিলেন, কৌণ্ডিন্য প্রাতে আসিবেন, আসিলেই তাঁহাকে গৃহের বাহির করিব। ভোজনবস্ত্রাদি কিছুই দিব না; সুশোভন পুষ্পাদি দ্বারাও পূজা করিব না।

হে পার্থ! চণ্ডী স্বামীর এই কথা শুনিয়া ক্রোধসংরক্ত-লোচনে সেই মুনিবরকে কহিলেন, আমি সুশোভন ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা মহর্ষি কৌণ্ডিন্যকে ভোজন করাইব এবং উত্তম শয্যা প্রদান করিব।

উদ্দালক চণ্ডীর কথা শুনিয়া, হর্ষিত হইলেন এবং চণ্ডীর যখন মতি ফিরিয়াছে, তখন পরদিন অবশ্যই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, ভাবিয়া রাত্রিতে ভার্য্যার নিকটে গিয়া বলিলেন, অয়ি চণ্ডিকে! আগামী কল্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধ, কিন্তু আমি করিব না।

চণ্ডী কহিলেন, আমার শ্বশুরের যাহাতে অক্ষয়তৃপ্তি হয়, এরূপ যথোচিত বিধানে কল্য প্রাতেই তোমাকে শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে।

স্বামী স্ত্রীর এই কথা শুনিয়া পুনরায় কহিলেন, আমি কিন্তু রাত্রিতে কোথাও ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে যাইব না। আতুর, কাণা, খঞ্জ, শ্যাবদন্ত, কুব্জ, মূর্খ, সূচক, অপ্রীত, বেদহীন, অবৈষ্ণব, বিকলাঙ্গ, দ্যূতরত, কুষ্ঠী ও বৃষলীপতি এই সকল কুব্রাহ্মণকেই নিমন্ত্রণ করিব।

স্ত্রী কহিলেন, তুমি না পার, আমি স্বয়ং প্রাতে বেদশাস্ত্রপরায়ণ, কুলীন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, পুত্রপৌত্রভার্য্যাসমন্বিত, ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ সকলের নিমন্ত্রণ করিব। তাঁহাদিগকে রাত্রিতেই আমন্ত্রণ করিয়া, প্রভাতে আনয়ন করিব; তোমার কথা কদাচ শুনিব না।

স্বামী কহিলেন, চণ্ডি! তুমি যদি আমার কথা না শুনিয়া হঠাৎ শ্রাদ্ধ কর, তাহা হইলে, কোনমতেই আমার সুখদায়ক হইবে না। তাহা হইলে, আমি প্রাতঃকালে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিষিদ্ধ ধান্য সকল আনয়ন করিয়া, শ্রদ্ধারহিত শ্রাদ্ধ করিব, কোনমতেই ইহার অন্যথা হইবে না। বিশেষতঃ, চণক, কোদ্রব, মসূর, রাজমাষ, কুলত্থ, যাবনাল, নিষ্পাব,

বরট, মট, খর্জ্জুর, চিত্রপুত্র, কুৎসিত শাক, বৃন্তাক, গুঞ্জন, শাড়কীফল, কুষ্মাণ্ড, কলিঙ্গ, পীতচণ্ডাল, বর্ত্তুলাকৃতি অলাবু, তণ্ডুলীয় পণক ইত্যাদি অশ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সকল আহরণ করিব।

স্ত্রী কহিলেন, গোধূম, তণ্ডুল, মুদ্গ, মাষ, পায়স, মণ্ডক, মোদক, ফেণিকা, কুসুমসন্নিভ ভুক্ত, গব্য ঘৃত, ক্ষীর, সিতা, রম্ভাফল, ও শিখরিণী এই সকল বিশুদ্ধ সামগ্রী আমি আহ-রণ করিয়া, যথাকালে শ্রদ্ধাসহকারে বস্ত্র, দক্ষিণা ও পবিত্র শাকসম্ভার দ্বারা শ্রাদ্ধ করিব এবং ধেনু দান করিব।

স্বামী কহিলেন, তুমি এইরূপ হঠাৎ আমার পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে, আমার অনিষ্ট করা হইবে। আমিও নীলময় বস্ত্রে গৃহমধ্যে আস্তীর্ণ এবং দুষ্ট তৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিব।

স্ত্রী কহিলেন, আমি নীল বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, শুভ্র শ্বেত বস্ত্র গৃহ সজ্জিত ও তিলতৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিব।

জৈমিনি কহিলেন, স্ত্রীর মন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে দেখিয়া স্বামীর মন হর্ষিত হইল। তখন তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলেন। সেই শ্রাদ্ধে যাবৎ ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ উপস্থিত ছিলেন। চণ্ডী তাবৎ অন্ন, ধন ও বস্ত্রাদি স্বয়ং ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিশাগমে উদ্দালক মোহবশতঃ চণ্ডীকে কহিলেন, প্রিয়ে! এই পুটক ও পরমার্চ্চিত পিণ্ড সকল সত্বর গ্রহণ করিয়া জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ কর। চণ্ডী এই কথা শুনিয়া সে সকল তৎক্ষণাৎ গোময় হ্রদে নিক্ষেপ

করিলেন। তদ্দর্শনে বিপ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করিলেন, রে দুরাচারিণি! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি শিলা হইবে। বহুকাল পরে যজ্ঞীয় তুরঙ্গমের অঙ্গস্পর্শ ঘটিয়া তোমার শাপমুক্তি হইবে। হে পার্থ! সেই চণ্ডীই এই মহাশিলা রূপে বিরাজমান হইতেছে। হে মহাবল! স্বীয় করস্পর্শে ইহাকে মুক্ত কর, তোমার মঙ্গল হইবে। অর্জ্জুন ঋষির আদেশানুসারে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন; অশ্ব মুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গমন করিতে লাগিল; চণ্ডী তদীয় অঙ্গস্পর্শে শাপভয়ে মুক্ত হইলেন এবং মহর্ষি উদ্দালকও পত্নীর সহবাসে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, অশ্ব মুক্ত হইবামাত্র সত্বর গমনে চম্পকা নগরীতে প্রস্থান করিল। বীর্য্যশালী হংসধ্বজ প্রমদার ন্যায় ঐ নগরী রক্ষা করেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় আশু অশ্বের অনুধাবন করিলেন। প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বিবিধ দিব্য বস্ত্র ও মুক্তামালাধ্বজসমলঙ্কৃত সমরসহিষ্ণু বীরগণ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। এদিকে ধনঞ্জয় অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে নিজ অধিকার মধ্যে আগমন করিয়াছেন,দূতমুখে এই কথা শুনিয়া রাজা হংসধ্বজ মন্ত্রী,পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের অশ্ব আমার অধিকারমধ্যে আসিয়াছে। আমি কি প্রথমে যুদ্ধে সেই অশ্বকে গ্রহণ করিব,

না, সৈন্য ব্যূহিত করিয়া নিজ রাজ্য সেই মহাবল অর্জ্জুনের হস্ত হইতে রক্ষা করিব ? অথবা যেখানে অর্জ্জুন, সেখানে স্বয়ং হরি বিরাজ করেন, সন্দেহ নাই। অতএব সেই হরি-দাস ধনঞ্জয়কে দর্শন করিয়া আমার পরমলাভ হইবে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,তথাপি এ পর্য্যন্ত স্বচক্ষে কখন ভগবান্‌কে দর্শন করিলাম না। অতএব আমি যুদ্ধে যাইব, বীরগণ সকলে নির্গত হউক।

জৈমিনি কহিলেন, এই বলিয়া ধীমান্ হংসধ্বজ আহ্লা-দিত হইয়া, সপ্ততি সেনানায়ক সমভিব্যাহারে তাহাদের অগ্রণী হইয়া প্রস্থান করিলেন। হে রাজেন্দ্র ! প্রত্যেক নায়কের অধীনে যে সৈন্য ছিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক-বিংশতি সহস্র উচ্চ রথ, এক অযুত মদমত্ত মাতঙ্গ, সিন্ধুদেশ সমুদ্ভূত এক লক্ষ সুশোভন অশ্ব এবং নয় লক্ষ পদাতি প্রত্যেক নায়কের অধীনে গমন করিল। নায়কগণ সকলেই বিষ্ণুভক্ত, বীর ও দানধর্ম্মনিরত এবং সকলেই একপত্নীব্রত, কৃতজ্ঞ ও প্রিয়ংবদ। দূরদেশ হইতে কোন ব্যক্তি কর্ম্ম প্রার্থনায় আগমন করিলে, রাজা হংসধ্বজ তাহাকে স্বয়ংই জিজ্ঞাসা করেন, হে তাত ! সত্য বলিতেছি, তুমি যদি এক-পত্নীব্রত হও, তাহা হইলে তোমায় ধারণ করিতে পারি। হে বীর ! শৌর্য্য, কুল বা বিক্রমে আমার প্রয়োজন নাই। আমি স্বদাররসিক, বীর ও বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকেই গৃহে স্থান দিয়া থাকি। যে সকল মহাবল সৈনিক ঐরূপ একপত্নীব্রত পুরুষের পালন করে, তাহাদিগকেও আমি আশ্রয় প্রদান করি।

জৈমিনি কহিলেন, রাজা হংসধ্বজ যুদ্ধে বহির্গত হইয়া স্বীয় ভৃত্যদিগকে যথাযোগ্যরূপে প্রচুর ধনদান করিতে লাগিলেন। তদীয় সেনানায়কগণ সকলেই প্রবুদ্ধি, সৎপথপ্রবৃত্ত, সদাসন্তুষ্ট ও শ্রদ্ধালু। সচিবগণও ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট। তাঁহার ভ্রাতা বিদূরথ, চন্দ্রসেন, চন্দ্রকেতু ও চন্দ্রদেব। ইহাঁরাও সকলে বলশালী। তাঁহার পাঁচ পুত্র, সুবল, সুরথ, সম, সুদর্শন ও মহাবল সুধন্বা। এবম্বিধ সৈন্য লইয়া তিনি ধনঞ্জয়বলের প্রতি অভ্যুত্থান করিলেন।

অনন্তর হংসকেতু হয়ারূঢ় হইয়া, তৎক্ষণাৎ দুন্দুভি-তাড়না করত সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তখন তদীয় নিদেশে বীরগণ পুরীর বাহির হইতে লাগিল। কেহ কবচ গ্রহণ, কেহ দিব্য অস্ত্র সকল ধারণ এবং কেহ বা হুতাশনে আহুতিদান করিয়া যুদ্ধে প্রয়াণ করিল। অন্যান্য সমসাহস বীরগণও ঘৃত ও পায়স প্রদানপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণের পূজা করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারী হইল; কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া ভয়ঙ্কর সমরাভিলাষে নির্গত হইল। সকলে চামরবিরাজিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তৎকালে তাহাদের স্ত্রী সকল কৌতুকভরে প্রাসাদশিখরে আরোহণপূর্ব্বক এই ব্যাপার দর্শন ও পরস্পর নানাবিধ মনোহর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। কোন সুন্দরী কোন সুন্দরীকে কহিতে লাগিল, সখি! ত্বদীয় স্বামী সংগ্রামে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতিপ্রয়াণ করিতেছে। ভদ্রে! ত্বদীয় অধরে কি জন্য এই কৃষ্ণ ব্রণ লক্ষিত হইতেছে? কি জন্যই বা

এই ব্রণ দর্শনে তোমার লজ্জা হইতেছে না? অপরা কহিল, সখি! তোমার অধর বড় দুষ্ট; একবার ভুলিয়াও কৃষ্ণের নাম করে না। অতএব স্বামী উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন; ইহা আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি। আর এক জন তাহাকে কহিল, সুন্দরি! তোমার কেশপাশ কি জন্য আলুলায়িত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে? তুমি কি ইহা দেখিতে পাইতেছ না? বুঝিলাম, ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের দৃষ্টি পরের ক্ষতেই পতিত হয়; আর, বুদ্ধিমানেরাই কৃষ্ণে দৃষ্টিপাত করেন; তদ্বিষয়ে কোন দ্বৈধাপত্তি নাই। সাধুলোকের নিকট অতি কষ্টেও বাস করা ভাল, তথাপি অসাধুর পার্শ্বে অবস্থিতি করিবে না। বিশেষতঃ ভগবানের প্রতি প্রীতিশূন্য ও সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ অসাধুরা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে। সংসারে কৃষ্ণ বিনা গতি কি আছে? যে ব্যক্তি কৃষ্ণে বিমুখ, সমস্ত দেবতা তাহারে বিমুখ এবং তাহার দেহ, মন, প্রাণ সকলই বৃথা। একমাত্র মাধবই সংসারের সার। দেখ, গোপীগণ তদীয় প্রেমে অন্ধ ও আকুল হইয়া তাঁহাকেই আত্মদান করে; পরিণামে তদনুরূপ গতিও লাভ করিয়াছিল। ফলতঃ সাধুগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন; তজ্জন্য তাঁহারা যে অমৃত ও অভয় ভোগ করেন, অসাধুর ভাগ্যে কখন তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আর একজন কহিল, সখি! আর বাক্যপ্রয়োগে প্রয়োজন নাই। সম্মুখে অবলোকন কর, নরপতি হংসধ্বজের সুনিপুণ সৈন্য সকল অর্জ্জুনের অশ্বগ্রহণমানসে সংগ্রামে গমন করিতেছে।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর দুন্দুভিশব্দ শ্রবণমাত্র ক্ষত্রিয়-

গণ সকলে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। ঐ সময় রাজার আজ্ঞায় তপ্ততৈলপরিপূর্ণ কটাহ তথায় আনয়ন করা হইল। যে ব্যক্তি যুদ্ধার্থ বহির্গত না হয়, নপ্তা, ভ্রাতা ও সহোদর হইলেও, তাহাকে ঐ প্রজ্বলিত তৈলপূরিত ঘোর কটাহে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। এইজন্য কোন ব্যক্তি কখনই রাজার আজ্ঞাভঙ্গে প্রবৃত্ত হয় না। তাঁহার শাসন অতি কঠোর। মহর্ষি শঙ্খ তদীয় পুরোহিতপদে নিয়োজিত আছেন। যে রাজা নীতিজ্ঞ ও পুরোহিতের বশে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে পৃথিবী পালন করেন, তিনি যুদ্ধে সম্মুখস্থ শত্রুকুল জয় করিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, রাজার প্রথম পুত্র সুধন্বা। তিনি উল্লিখিতরূপ কটাহ ও রাজশাসন সন্দর্শনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট শরাসন হস্তে সংগ্রামে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় স্বীয় জননীকে নমস্কার করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিতেছি। তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হরিকে আনয়ন করিব। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অভিলাষ যেন সিদ্ধ হয়।

মাতা কহিলেন, বৎস! গমন কর; মুক্তিদাতা হরিকে যুদ্ধে জয় করিয়া, আনয়ন কর। নারদের নিকট অনেকবার হরিচরিত শ্রবণ করিয়াছি। আমার স্বামী রণাঙ্গনে অনেক বীরকে জয় করিয়াছেন। কিন্তু সেই কংশহন্তাকে চক্ষুতে কখন দেখি নাই। লোকে রাত্রিদিন সেই হরির কথা কহিয়া থাকে। অতএব যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই, কর। কেশবও যাহাতে সন্তুষ্ট হন, বহু প্রকারে

তুমি তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ইনি সহজে বশীভূত হয়েন না; দূর হইতে দূরে পলায়ন করেন। অয়ি মহাবল! অদ্য আমাদের কি সৌভাগ্য, অবলোকন কর; তিনি এতদিনে আমাদের চক্ষুর্বিষয়ে উপনীত হইয়াছেন! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অর্জ্জুনকে ধারণ কর, তাহা হইলেই হরি তোমার বশীভূত হইবেন। আমি শুনিয়াছি, তিনি কখন আপনার ভক্তকে ত্যাগ করেন না। সৌরভী যেমন বনগত বৎসকে ত্যাগ করিয়া গমন করে না, ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুরাগ তাহা অপেক্ষাও অধিক, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি কোনরূপ অস্ত্রের, বলের, বিক্রমের, তেজের, কৌশলের, চাতুর্য্যের, অধিক কি, দুশ্চর তপস্যার, অখণ্ডিত যোগের, কিংবা দুরভিভব ব্রহ্মচর্য্যের, ফলতঃ কিছুরই বশীভূত বা আয়ত্ত নহেন, একমাত্র অকপট ও অকৃত্রিম ভক্তিই তাঁহারে বশ করিবার প্রধান উপায়। অতি শিশু প্রহ্লাদের বলবুদ্ধি বা পরাক্রমাদি কি ছিল? সে কেবল ভক্তিবলেই তাঁহারে জয় করিয়াছিল। বনবাসী ধ্রুবের দশাও ভাবিয়া দেখ! ফলতঃ, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্, তিনি তাহাকে নিতান্ত স্বজন ভাবিয়া সকল সংকটে রক্ষা করেন; কোনমতেই কোনকালে কোন বিপদে ত্যাগ করেন না। এই জন্য তাঁহাকে ভক্তের প্রাণ ও সখা বলিয়া থাকে। অতএব, আমি আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করি, যেন কৃষ্ণের সম্মুখে তোমার আজি পতন হয় এবং যেন তাঁহাকে দেখিয়া কোনমতে তোমার প্রাণের ভয় উপস্থিত না হয়। তাহা হইলে, লোক সকল বিশেষতঃ সম্বন্ধীরা

এই বলিয়া, আমাকে উপহাস করিবে যে, তোমার পুত্র কৃষ্ণকে দেখিয়া বিমুখ হইল। অতএব, বৎস! কদাচ সেরূপ করিও না। অদ্য তোমার পতন বা জয় যাহাই হউক, তাহাতেই আমার হর্ষবিধান করিবে। বৎস! যাহাদের পুত্র ও মিত্রবর্গ হরির প্রতিগমন না করে, পৃথিবীতে সেই সকল স্ত্রীকেই রোদন করিতে হয়।

পুত্র কহিলেন, জননি! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই আমি করিব ও হরিকে আনিব। ফলতঃ আমি সর্ব্বতোভাবে পুরুষকার প্রদর্শন করিব; জয় কিন্তু একমাত্র দৈবেই প্রতিষ্ঠিত; আপনার উদরে আমার জন্ম হইয়াছে; অতএব হরিকে দেখিয়া যদি বিমুখ হই, তাহা হইলে কোনকালে আমার সদ্গতি হইবে না।

জৈমিনি কহিলেন, বীর্য্যবান্ সুধন্বা এইমাত্র কহিয়াই প্রস্থানের উপক্রম করিলে, তদীয় ভগিনী কুবলা তাঁহার কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিয়া, বারংবার লাজ, পুষ্প ও গন্ধ দ্বারা সম্যগ্‌রূপে নীরাজন করিয়া, কহিতে লাগিল, ভ্রাতঃ! তুমি যেমন ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ, তেমনি তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জয় কর। শ্বশুরগৃহে বাস করা আমার বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; জ্যেষ্ঠাদি দেবরগণ সকলেই যখন তখন আমাকে উপহাস করিয়া থাকে। তাহারা তথায় বাসকালে আমারে যাহা কহিয়াছিল, শুন। তাহারা কহিয়াছিল, কুবলে! তোমার পিতাকে মূর্খ বোধ হইতেছে। কেন না, তিনি বলিয়া থাকেন, আমি কাশীরাজকে যেমন জয় করিয়াছি, তেমনি কৃষ্ণকে জয় করিব;

কিন্তু এই শরীরে সসৈন্যে দ্বারাবতী গমন করিতেও তাঁহার সাধ্য নাই, তবে তিনি কিরূপে তাঁহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন? শ্বশুরকুল যখন তখন এই কথা বলিয়া থাকেন। যাহাতে ইহা সত্য হয়, তাদৃশী নীতি প্রয়োগ কর।

সুধন্বা কহিলেন, ভগিনি! আমি আয়ুধস্পর্শ করিয়া সত্যসাক্ষাৎ দিব্য করিতেছি, পিতার বাক্য ও ভবদীয় দেবরগণের কথা, সমস্তই সত্য করিব। অধুনা আপনাকে নমস্কার করিয়া হরির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিতেছি আশীর্ব্বাদ ও বিদায় প্রদান করুন।

জৈমিনি কহিলেন, সুধন্বা এই প্রকার কহিয়া বাহ্যকক্ষায় গমন করিয়া দেখিলেন, চারুশ্রোণি-পয়োধরা প্রিয়তমা দেবী প্রভাবতী অঙ্গদমণ্ডিত হস্তে পদ্মচম্পকপূর্ণ কাঞ্চনভাজন ও অক্ষতপাত্র ধারণ করিয়া সম্মুখেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার করদেশে লাজ,দূর্ব্বাঙ্কুর, কর্পূর,কুঙ্কুম ও উৎকৃষ্ট পঞ্চশিখ দীপ, কণ্ঠে মনোহর মুক্তামালা, নিতম্বে সুচারু মেখলা, চরণে মনোহর নূপুর, প্রকোষ্ঠে শব্দায়মান বিচিত্র বলয়, পরিধান কৌস্তুভরঞ্জিত মহামূল্য কৌষেয়বস্ত্র এবং তাঁহার মুখরাগ অরুণবর্ণ। তাহাতে তাঁহার শোভার সীমা নাই। পতিপরায়ণা প্রভাবতী তদবস্থায় স্বামিপার্শ্বে সমাগত হইয়া অতীব বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর মনস্বিনী তথাবিধ কাঞ্চনপাত্র দ্বারা পুনরায় নীরাঞ্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন, নাথ! তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, কৃষ্ণদর্শনে তোমার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু এখন আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথা যাইবে? অধুনা তোমার

একপত্নীব্রতও নষ্ট হইয়াছে, দেখিতেছি। তুমি যে মুক্তিলাভ প্রত্যাশায় গমন করিতেছ, সেই মুক্তি কখনই আমার তুল্য হইতে পারিবে না। দেখ, সেই মুক্তি সর্ব্বগামিনী ও তীব্র-স্বভাববিশিষ্টা; সাধুগণ কিজন্য তাঁহার গুণ বর্ণন করেন, বলিতে পারি না। নাথ! পিতা ও পুত্র উভয়েই যাহার নিকটে গমন করে, তাদৃশী মুক্তি সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। গোবিন্দ সেই মুক্তি তোমাকেই দান করিবেন, এই ভাবিয়াই তুমি সত্বর গমন করিতেছ। অথবা, পুরুষের মন ক্ষণে ক্ষণে নূতন ললনার সহবাসলাভে ধাবমান হয়। যাহা হউক, নাথ! তুমি অন্য রমণীর নিকট গমন করিও না। সে কখনই তোমার প্রিয় হইবে না। হে মহাবাহো! আমিই তোমার গৃহে একমাত্র প্রিয়া। দেখ, আমার সহবাসে তুমি বিবেক নামে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার দেহজ সেই বিবেকও তোমায় গমন করিতে নিষেধ করিতেছে না। পুরুষ যেমন পরকীয়ায় আসক্ত হয়, স্ত্রী তেমন কখনো পরকীয় রসের অভিলাষিণী নহে। তুমি মুক্তির নিকট গমন করিলে আমি মোক্ষের নিকট গমন করিব না। তুমি পুত্র বিবেকের সহিত আমায় গ্রহণ করিলে, এই মহাঘোর সংসারে নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হইবে। নাথ! বিবেক নিত্য আমার কলেবর রক্ষা করিতেছে। অপর রমণীগণও বিবেকরহিত হইলে, পরপুরুষে গমন করিয়া থাকে। পুত্র বিবেক এখনও পরিণামদশা প্রাপ্ত হয় নাই। এই জন্যই তোমায় মুক্তির নিকট গমন করিতে দেখিয়া আমার মোহ উপস্থিত হইতেছে। অতএব হে বীর! তুমি মুক্তির নিকট গমন

করিলে, আমিও মোক্ষের নিকট গমন করিব। কেননা, বক্রের প্রতি বক্রোক্তি এবং ধন্যের প্রতি ধন্য ব্যবহার করিবে, ইহাই সনাতন নিয়ম। আমি তোমার মুখপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে তোমার অগ্রেই প্রস্থান করিব। তখন মুক্তি নিশ্চয়ই আমার ভয়ে ভীত হইয়া, এই বলিয়া তোমার প্রতি হাস্য করিবে যে, এই ব্যক্তি আপনার তথাবিধ সাধ্বী ও বিবেকবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আমাকে প্রার্থনা করিতেছে।*

সুধন্বা কহিলেন, ভদ্রে! তোমার সংসর্গে আমার সেই মুক্তি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। হে শোভনে! আমি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিতেছি, তুমিও মোক্ষ প্রাপ্ত হও।

প্রভাবতী কহিলেন, নাথ! তুমি মহাবল পার্থের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিতেছ, পুত্র বিবেক আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছে। যাহা হউক, তুমি গমন করিলে আমি যখন ঋতুস্নান করিব, তখন কে আমার ঋতু রক্ষা করিবে।

সুধন্বা কহিলেন, অয়ি প্রভাবতি! আমি কৃষ্ণ ও পার্থকে দর্শন এবং পঞ্চবাণে সেই সর্ব্বগামী দুইজনকে জয় করিয়া পুনরায় তোমার নিকট আগমন করিব।

প্রভাবতী কহিলেন, নাথ! যাহারা মাধবকে দেখিয়াছে,

---

* রতি হইতে যেরূপে বিবেক এবং বিবেক হইতে যেরূপে মুক্তি লাভ হয়, এখানে সঙ্কেতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকন্তু স্ত্রীরূপিণী প্রকৃতি হইতে যে রতিযোগে প্রকৃত বিবেক লাভ হইয়া থাকে, মহর্ষি তাহারও উপদেশ করিয়াছেন। অথচ সংসারে ইতর স্ত্রীপুরুষের যে ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

না পাইয়াছে, তাহারা সত্যই কোন ক্রমে প্রত্যাগমন করে না।

সুধন্বা কহিলেন, দেবি! কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইলে, কেহই আর ফিরিয়া আইসে না, যদি ইহা সত্যই জানিয়া থাক, তবে বৃথা আমার নিকট ঋতু ভিক্ষা করিতেছ।

প্রভাবতী কহিলেন, লোকে পুত্রবান্ হইলেই, বিষ্ণুর পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেননা, শুক ও নারদ পুত্র উৎপাদন করিয়া ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সকল সাধু পরের আশা সফল করিয়া প্রস্থান করেন, তাঁহাদের অভীষ্ট কার্য্য সফল হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

সুধন্বা কহিলেন, ভদ্রে! রাজার শাসন অতি কঠোর, তুমি কি তাহা জান না? ঐ দেখ, সেই দুন্দুভি সকলের ভয় উৎপাদন করিয়া, মৃদু মন্দ শব্দ করিতেছে। বিশেষতঃ, সৈন্যনির্যাণে সেই তৈলপূর্ণ নির্দ্দয় কটাহও বাহির করা হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্রকোবিদ ও সাধু, তাঁহারাও রাত্রিতেই ঋতুদান প্রশংসা করেন; দিবাভাগে কখনো স্ত্রীসঙ্গম বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না এ দিকে, সমুদায় বীরগণই পিতার আজ্ঞায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছে।

প্রভাবতী কহিলেন, আমি একাকিনী, অনঙ্গে অভিভূত, বহু সঙ্গে আবৃত ও রাগে আচ্ছন্ন হইয়াছি, আমাকে অগ্রে জয় না করিয়া, যদি তুমি গমনে অভিলাষী হও, তাহা হইলে কিরূপে সেই সুবিপুল বাহিনী জয় করিবে? হে নাথ! কৃষ্ণের সম্মুখে সেই কালান্তক যমোপম বীরগণের সহিত

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার কি গতি হইবে, বলিতে পারি না।

সুধন্বা প্রিয়ার এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, অয়ি বিশালাক্ষি! এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না; তুমি অনেক দিন পাইবে। আজি আমায় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ আজ্ঞা প্রদান কর।

প্রভাবতী কহিলেন, নাথ! অদ্য আমার ষোড়শ দিন। ঋতুভঙ্গে যে পাপ, তুমি তাহা স্বয়ং অবগত আছ! পিতার শ্রাদ্ধে স্ত্রী যদি ঋতুস্নাতা হয়, অথবা একাদশী ব্রতে যদি পিতৃশ্রাদ্ধ ও স্ত্রীর ঋতুস্নান, এই উভয়বিধ ঘটনা হয়, তাহা হইলে এইরূপ সংশয়স্থলে সচরাচর লোকের কি করা উচিত? ফলতঃ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ; কোন ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হয় না।

সুধন্বা কহিলেন, দেবি! ঋষিগণ এইপ্রকার ধর্ম্মসংকটে কি করা কর্ত্তব্য তাহার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে একাদশীর দিন পিতৃশ্রাদ্ধ হইলে, কৃষ্ণভক্ত পুরুষগণ পিণ্ডঘ্রাণ করিয়া উপবাস করিবেন, তাহাতে ফললাভ হইবে। আর ঐ দিন স্ত্রী ঋতুস্নান করিলে, অর্দ্ধরাত্রের পর ঋতুদান করিবে। অয়ি বরাননে! ইহাই গৃহস্থগণের পরম ধর্ম্ম।

প্রভাবতী সুধন্বার কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমার পিতা স্বয়ং যুদ্ধে যাইতেছেন, আর অদ্য কোন ব্রতও নাই। অতএব নাথ! তুমি ঋতুদান করিয়া যুদ্ধে গমন কর।

জৈমিনি কহিলেন, বরাননা প্রভাবতী এইপ্রকার কহিয়া সুকোমল বাহুযুগল প্রসারণপূর্ব্বক মহাবল প্রাণনাথকে কণ্ঠ-

দেশে গ্রহণ করিয়া, দিব্য শয্যায় উপবেশন করিলেন। প্রিয়ার বাহুপাশে বদ্ধ হওয়াতে, ব্যাধের পাশবদ্ধ হরিণের ন্যায়, সুধন্বার গতিশক্তি রহিত হইয়া গেল। তখন তিনি ভূমিতলে কবচ কিরীট নিক্ষেপ করিয়া, সহাস্য আস্যে প্রিয়ার সহিত রত্ন-রাজি-বিরাজিত বিচিত্র শয্যায় দিবাভাগেই নীধু-বনলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিধাতার কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহীয়সী শক্তি! শত শত লৌহসায়কে ও বজ্রসারময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রেও যাহাকে বিদ্ধ করিয়া কেহ পরাজয় করিতে পারে না, কুসুমবাণ ক্ষুদ্র প্রাণ হইয়াও, সুকোমল কুসুমবাণ সন্ধান করিয়া এক উদ্যমেই তাহাকে সামান্য ললনার ক্রীড়ামৃগ করিয়া তুলিল! সে যাহা হউক, বিশালনয়না প্রভাবতী ঐরূপ স্বামিসহবাসে উভয়লোকসুখাবহ দিব্য গর্ভ ধারণ করিলেন।

অনন্তর সুধন্বা রথে আরোহণ করিয়া মন্দির হইতে যেমন বহির্গত হইবেন, ঐ সময়েই রাজা হংসধ্বজ বলাধ্যক্ষকে কহিলেন, দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকল বীরই সমাগত হইয়াছে। কেবল সুধন্বাকেই দেখিতে পাইতেছি না। সে কি আমার আদেশ অবগত নহে? কটাহই বা কিরূপে বিস্মৃত হইল? সে আমার পুত্র হইয়াও এই প্রস্থানসূচক দুন্দুভিলঙ্ঘন করিল। আমার অশ্ব ও মদমত্ত মাতঙ্গসকল যথাক্রমে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতিপ্রস্থান করিয়াছে। সুধন্বা কিজন্য পৃষ্ঠপ্রদানপূর্ব্বক কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল? অতএব বলবান ও রোগশীল পুরুষসকল মুদ্গরহস্তে গমন করিয়া কেশে আকর্ষণ ও ভূমিতে লুণ্ঠিত করত সেই কৃষ্ণপরাঙ্মুখ দুরাত্মাকে কটাহের পার্শ্বে আনয়ন করুক।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! অনন্তর বেগবান্ ব্যক্তিগণ তদীয় আজ্ঞামাত্র অতিমাত্র বেগে সুধন্বার রত্নরাজিবিচিত্রিত রমণীয় মন্দিরে গমন করিল এবং তিনি স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া আগমন করিতেছিলেন, দর্শন করিয়া, প্রভু হংসধ্বজের বজ্রপাতোপম দারুণ আজ্ঞা তাঁহার কর্ণগোচর করিয়া কহিতে লাগিল, মহাবাহু! আমরা আপনাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি কিজন্য রাজার আজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন? আপনি পৃষ্ঠপ্রদান-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সকলকে বঞ্চনা করিয়াছেন। এই জন্য আপনার পিতা বলপূর্ব্বক আপনাকে ধরাতলে লুণ্ঠিত করত যুদ্ধে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। অতএব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজার নিকট গমন করুন। তিনি পার্থসৈন্যবিদারণমানসে পদ্মব্যূহ আশ্রয় করিয়া, যুদ্ধবীর-গণের মধ্যদেশে বিরাজ করিতেছেন।

জৈমিনি কহিলেন, রাজনন্দন সুধন্বা, পিতা ও প্রভু হংসধ্বজ কুপিত হইয়াছেন, জানিয়া, তাহা-দেরই সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ রথারোহণে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, পিতার সেই রথবাজি-পত্তিসমাকুল বিপুল সৈন্য সুদুষ্পার পারাবার সদৃশ চতুর্দ্দিকে যোজনত্রয় আচ্ছন্ন করিয়া, বিরাজমান হইতেছে। অনন্তর তিনি কুপিত পিতার দর্শনগোচরে উপনীত হইয়া, নমস্কার করিয়া সবিনয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা হংসধ্বজ তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া, কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে? সুধন্বা কহিলেন, বিভো! ভবদীয় পুত্রবধূ নিতান্ত

উৎসুক হইয়া, আমার নিকট ঋতুপ্রার্থনা করাতে, এই বিলম্ব হইয়াছে। হংসধ্বজ কহিলেন, তুমি নিতান্ত মূর্খ। কৃষ্ণ যুদ্ধে অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি যদি সাক্ষাতে তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তাহা হইলে, তোমা হইতে আমাদের কুল বঞ্চিত হইল। তুমি স্বীয় প্রিয়াকে ঋতুদানপূর্ব্বক পুরীর বাহির হইয়াছ, সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের তৃষ্ণা কখন পূর্ণ হইবে না। হরি বিনা তোমার পুত্র আমাদের জলদানে সমর্থ হইবে না। বলিতে কি, হরি বিনা বরুণেরও সাধ্য নাই যে, লোকের পিপাসা পূরণ করেন। রে সুতাধম! পুত্রবান্ হইলেই যদি হরি বিনা স্বর্গভোগ করিতে পারে, তাহা হইলে শূকর ও অশ্বাদিরও স্বর্গলাভ হয় না কেন? সব্যসাচী ধনঞ্জয় অশ্বরক্ষাপ্রসঙ্গে এখানে আসিয়াছেন। জগন্নাথ হরি ক্ষণমাত্রও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরিত্যাগ করেন না। তোমার বলে ধিক্, বিবেচনায় ধিক্, যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতেও ধিক্ এবং তোমার ন্যায় কুলাঙ্গার পুত্রের জনকজননী আমাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই ধিক্! কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন, শুনিয়াও তুমি কিরূপে কামে চিত্ত অর্পিত করিলে? তুমি যখন এইরূপে কৃষ্ণে পরাঙ্মুখ হইয়াছ, তখন তোমাকে নিশ্চয়ই তপ্ত কটাহে নিক্ষেপ করিব। রে কুসন্তান! তুমি অতি মলিন ও কামরোগে আক্রান্ত, অতএব তোমাকে তিলতৈলপূর্ণ তপ্তকটাহে আকণ্ঠমগ্ন করিব। শঙ্খ ও লিখিত ইহাঁরা আমার পুরোহিত। দূতগণ তাঁহাদের সন্নিধানে গমন করিয়া এবিষয়ের কর্ত্তব্য কি, সমস্ত জিজ্ঞাসা করুক। তাঁহারা

যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব। আপনার জীবন, রাজ্য বা ধন, কিছুরই জন্য আমি তাঁহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিব না। দূতগণ পুনরায় তৈল তপ্ত করুক এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলে মদীয় আজ্ঞা অবলোকন করুক।

জৈমিনি কহিলেন, ক্ষিপ্রকারী দূতগণ রাজার আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ সুবিখ্যাত রাজপুরোহিত মুনীন্দ্রদ্বয়ের গোচরে গমন করিয়া নিবেদন করিল, মহীপতি হংসধ্বজ ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত ও নিতান্ত সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন। সেইজন্য এবিষয়ে আপনাদিগকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাজকুমার সুধন্বা পত্নীর ঋতুদানসমুৎসুক হইয়া, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন। সেই পাপিষ্ঠ সুধন্বার কি করা কর্ত্তব্য; আপনারা আদেশ করিলে, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে কটাহের নিকট আনয়ন করিয়া, তপ্তৈতেলে নিক্ষেপ করা যায়,এবিষয়ে সংশয় নাই।

লিখিত কহিলেন, দূতগণ। তোমরা রাজার নিকটে গিয়া আমার কথামতে বল, যে দুরাত্মা ভয় বা লোভবশতঃ আপনার বাক্যরক্ষা না করে, তাহাকে চিরকাল ঘোর নরকে বাস করিতে হয়। মহীপতি হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে রাজ্যদান ও ভার্য্যাপুত্র বিক্রয় করিয়া, স্বীয় সত্য পালন করিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি তৎকালে স্ত্রীকে হত্যা করিবার জন্য রমণীয় ভাগীরথীতটে অবস্থান ও বারাণসীতে পুত্রের গাত্র হইতে বস্ত্রখণ্ড হরণ করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা পালন করিবার জন্য প্রিয়পুত্র রামকে বনে দিয়াছিলেন। অতএব

রাজা হংসধ্বজ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেন যে, পুত্র, পৌত্র বা সহোদর, যে কেহ আজ্ঞাভঙ্গ করিলে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তপ্তৈতেলে নিক্ষেপ করিবেন। পুত্রকে যদি তৈলে নিক্ষেপ না করেন তাহা হইলে ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। যে ব্যক্তি রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে দর্শন করিতে বিমুখ হইয়া গৃহে অবস্থিতি করে, সেই কামার্ত্তকে কিরূপে রক্ষা করা হইতে পারে? মিথ্যাবাদী রাজার রাজ্যে বাস করা উচিত নহে। সৎসংসর্গে বাস করিলে যেমন পুণ্য হয়, অসৎসঙ্গে থাকিলে তেমনি পাতকসঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, পাপির সহিত একত্র অশন, শয়ন, গমন, সম্বন্ধসংঘটন ও ভোজন করিলেও জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় পাপ সঞ্চারিত হয়। অতএব আমরা উভয়েই রাজার রাজ্য হইতে বহির্গত হইব।

জৈমিনি কহিলেন, এই প্রকার কহিয়া, মহর্ষি লিখিত শঙ্খের সহিত রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে দূতগণ রাজার নিকট গমন করিয়া, সমস্ত সবিশেষ নিবেদন করত কহিল, রাজন্! মহর্ষি লিখিত রোষান্বিত হইয়া, রাজ্যত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্র! আপনি সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা ঋষিকে যত্নপূর্ব্বক আনয়ন করুন।

রাজা হংসধ্বজ দূতগণের বাক্য শ্রবণে প্রধান মন্ত্রিকে অনুমতি করিলেন, বীর! আমি এখান হইতে প্রস্থান করিলে, তুমি অন্যান্য মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, মদীয় আজ্ঞানুসারে দুরাত্মা সুধন্বাকে অত্যুষ্ণ তিল তৈলে নিক্ষেপ ও যুদ্ধে মহাবল অর্জ্জুনেরও তত্ত্বাবধান করিও। আমি পরম ধীমান্ পুরোহিতকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করি-

তেছি; পুনরায় যুদ্ধার্থ সমাগত হইব। এই বলিয়া রাজা প্রস্থান ও পুরোহিতদ্বয়কে নমস্কারপূর্ব্বক, যেখানে কটাহ প্রস্তুত ছিল, তথায় আনয়ন করিলেন।

এদিকে প্রধান মন্ত্রী সুমতি প্রভুর আজ্ঞা পালনে সমুদ্যত হইয়া, রাজকুমার সুধন্বাকে কহিতে লাগিলেন, রাজনন্দন! আপনাকে দেখিয়া আমার নিরতিশয় করুণা-সঞ্চার হইতেছে। রাজার শাসনও লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য নাই। অতএব হে মহাভাগ! আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন।

সুধন্বা কহিলেন, তুমি পরবশ, অতএব রাজার আজ্ঞা পালন করাই তোমার কর্ত্তব্য। দেখ, পরশুরাম পিতৃবাক্যে আপনার জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। হে মতিমন্! আমি প্রসন্ন হইয়াছি; সমুদায় পুণ্যক্রিয়াই আমার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। মরণে আমার ভয় নাই। তুমি তপ্ত তৈলে আমাকে নিক্ষেপ কর।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর রাজনন্দন সুধন্বা মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া, স্নান, দিব্যাম্বর পরিধান ও বিশালবক্ষস্থলে তুলসীমাল্য ধারণপূর্ব্বক ভক্তিভরে ভগবান গোবিন্দের পদারবিন্দ স্মরণ করিতে লাগিলে, মন্ত্রী রাজাজ্ঞাবশংবদ হইয়া, তাঁহাকে উত্থাপনপূর্ব্বক সুতপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিলেন। পরের অভ্যুদয় দর্শনে দুর্জ্জনের মন যেমন জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ আবর্ত্তশতসংকুল তপ্ততৈলপূর্ণ সেই কটাহ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সুধন্বা নিরুপায় ভাবিয়া, এক মনে এক ধ্যানে এই বলিয়া ভগবান্ নারায়ণকে সেই

দারুণ সংকটে আহ্বান করিতে লাগিলেন, হে আদি দেব! হে করুণাময়! আমি বারংবার রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া আহ্বান করিলেও তুমি আসিতেছ না। বুঝিলাম, আমি তোমায় অবজ্ঞা করিয়া, কামে মোহিত ও স্ত্রীসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম, পরে বিপদাপন্ন হইয়া, তোমায় স্মরণ করিতেছি, ইত্যাদি কারণে তুমি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ। কিন্তু নাথ! লোকে দারুণ সংকটে পতিত ও ভয়ে বিহ্বল হইয়াই তোমার শরণাপন্ন হয়; সুখের অবস্থায় কেহ কখন স্মরণ করে না। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, দ্রৌপদী ও গোপ প্রভৃতিরা আপৎকালে তোমায় স্মরণ করিয়াছেন। তুমিও তাঁহাদিগকে তত্তৎ বিপদে উদ্ধার করিয়াছ। অন্তকালে তোমার চিন্তা করিলে, তুমি লোকের মুক্তিবিধান কর। হে জনার্দ্দন! আমি এই চরমসময়ে তোমারে চিন্তা করিতেছি। অবশ্য আমার মুক্তিলাভ হইবে। কিন্তু সে মুক্তি আমার সুখের হইবে না। লোকে বলিবে এবং উপহাস করিবে, সুধন্বা সংগ্রামে কৃষ্ণার্জ্জুনকে সন্তুষ্ট না করিয়াই, তপ্তকটাহে প্রাণত্যাগ করিল। গাণ্ডীবনির্মুক্ত নারাচপরম্পরাতেও তদীয় গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইল না। সামর্থ্য সত্ত্বেও, চোরের ন্যায় তাহার গতি হইল। ইহার শরপরম্পরায় কৃষ্ণার্জ্জুনও ক্ষত ও সৈন্যসকল বিনষ্ট হইল না। এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ রূপে তাহারা আমায় উপহাস করিবে; অতএব নাথ! অদ্য এই অনল হইতে আমারে রক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে। দ্রৌপদী লজ্জাসাগরে পতিতা হইলে, তুমি বস্ত্ররূপে তাহারে সভামধ্যে দ্রোণ ও ভীষ্মের

সমক্ষে রক্ষা করিয়াছিলে। তুমি শরণাগতবৎসল; অতএব দ্রৌপদীর ন্যায় অদ্য আমারে উদ্ধার কর। তোমা ভিন্ন সংসারের গতি নাই।

জৈমিনি কহিলেন, বীর সুধন্বা এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে, ভগবান্ বাসুদেবের স্মরণ প্রযুক্ত, সেই সুতপ্ত তৈল, সজ্জনের মনের ন্যায় সাতিশয় শীতল হইয়া উঠিল। জলমধ্যে পদ্ম যেমন প্রফুল্ল হয়, সেইরূপ তিনি তৈলমধ্যে প্রফুল্লভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; দেখিয়া, লোকমাত্রেই অপার বিস্ময়সাগরে অবগাহন করিল। তাহারা রাজার ভয়ে অশ্রুমোচন, ভূমিতে পতন, করদ্বয়ে বক্ষস্থল তাড়ন, হাহাকারে চীৎকার, ঊর্দ্ধে কিরীটক্ষেপণ ও সবলে বাহু কম্পন করত বলিতে লাগিলেন, রাজা হংসধ্বজ এই সুধন্বার জন্য আমাদিগকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন, অতএব চল, সকলে এইবেলা যদুনন্দন কৃষ্ণ ও পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হই।

ঐ সময়ে হংসধ্বজ পুরোহিত শঙ্খের সহিত তথায় সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, তদীয় আত্মজ সুধন্বা গোবিন্দ, দামোদর ও মাধব ইত্যাদি পবিত্র নাম পরম্পরা জপ করিতে করিতে প্রফুল্লবদনে প্রজ্বলিত কটাহমধ্যে সুখে সঞ্চরণ করিতেছেন। কোনরূপ বিকার উপস্থিত হওয়া দূরে থাক্, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অলৌকিক সৌভাগ্য সমাগত হইয়াছে। তদ্দর্শনে মহর্ষি শঙ্খ কহিলেন, রাজন্! অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, তথাপি তৈল তপ্ত হইল না, ইহার কারণ কি? আপনার পুত্র কি মন্ত্র ঔষধ অথবা

কোনরূপ কৈতব অবগত আছেন, কি জন্য তৈল প্রজ্বলিত প্রায় হইলেও, ইহার মুখ প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। যাহাহউক, দূতগণ নূতন নারিকেল নিক্ষেপ করুক, তাহা হইলেই, তৈলের পরীক্ষা হইবে।

এই কঠোর বাক্যে দূতগণ ক্রোধে তৈলসমান হইয়া, ভয়বশতঃ তৎক্ষণাৎ নূতন নারিকেল ফল আনয়ন ও শঙ্খের সমক্ষে কটাহমধ্যে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষিপ্তমাত্র সেই ফল দুই খণ্ডে স্ফুটিত হইয়া, কটাহ হইতে পতিত ও একখণ্ড শঙ্খের অপরখণ্ড লিখিতের কপালে গিয়া সংলগ্ন হইল অনন্তর উত্তপ্ত তৈলধারা রাশি রাশি উচ্ছলিত হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, মহাবল সুধন্বা কিরূপে কটাহ হইতে উদ্ধার পাইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন এবং শঙ্খকে দর্শন করিয়াই বা কি করিলেন, শুনিবার জন্য সাতিশয় কৌতূহল হইতেছে, অতএব কৃপাপূর্ব্বক সমস্ত সবিশেষ বর্ণন করুন।

জৈমিনি কহিলেন, মহর্ষি শঙ্খ তদবস্থ সুধন্বাকে অবলোকন করিয়া, ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তৈলমধ্যে পতন সময়ে সুধন্বা কি কাহাকেও স্মরণ অথবা ঔষধমূল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, তোমরা বলিতে পার?

ভৃত্যেরা কহিল, মহর্ষে! এই সুধন্বা কৃষ্ণ বিনা আর কাহাকেও স্মরণ করিয়া, কখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন

না? এক্ষণেও সেই ভগবান্ বাসুদেবকে ভক্তিভরে যথাবিধানে স্মরণ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, সুদারুণ জ্বলন্ত তৈলে অবস্থানপূর্ব্বক মহাবল সুধন্বা ভগবানের জপ করিতেছেন, তাহাতে উহাঁর অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতেছে।

শঙ্খ কহিলেন, এই সুধন্বাই সাধু। ইনি ভগবানকে স্মরণ করিতেছেন। আমি ইহাঁর প্রতি কঠিন ব্যবহার করিয়াছি। আমার ন্যায় জ্ঞানহীন, দুরাচার দ্বিজাধমকে ধিক্! এক্ষণে আমি মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, এই পাপ দেহের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। এই বলিয়া তিনি তৈলমধ্যে পতিত হইয়া, বিষ্ণুপ্রিয় সুধন্বাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমিই ক্ষত্রিয় মধ্যে বীর ও সাধু এবং আমিই অব্রাহ্মণ ও অসাধু। হায়! আমি পাপবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, তোমাকে তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। যাহারা ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি ও অনুরাগ শূন্য এবং তজ্জন্য তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না, তাহারাই পাপে লিপ্ত, শ্রীভ্রষ্ট, মূর্খ ও দুঃখগ্রস্ত হইয়া, কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করে। কিন্তু যাহারা ভক্তবৎসল বাসুদেবকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সর্ব্বদা তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ত্রিতাপবিবর্জ্জিত ও নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্পন্ন হইয়া, চিরকাল পরমানন্দ সম্ভোগ করে, যে আনন্দ পিতামহপ্রমুখ দেবগণও অভিলাষ করিয়া থাকেন। তুমি পরম বৈষ্ণব। তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করা কি সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে? যিনি সুরাসুর সকলের গুরু ও নিরতিশয় বিভাবসম্পন্ন এবং মুনিগণও দুশ্চর তপশ্চরণ দ্বারা যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়েন না, তুমি এই চরমসময়ে সেই

সকলকারণ বাসুদেবকে মন ও বাক্যে আশ্রয় করিয়াছ; তোমার শরীরও সেই অশরীরী মহাভূতের সর্ব্বভূতসুখাবহ অত্যদ্ভুত পাদপদ্মে চির বিক্রীত, কাহার সাধ্য, তোমার কেশ-মাত্রও স্পর্শ করিতে পারে? যাহারা আমার ন্যায়, জ্ঞান-বর্জ্জিত, মূর্খ ও হিতাহিতবিচারশূন্য, তাহারাই না জানিয়া, তোমার ন্যায় ঈদৃশ ভগবৎপ্রাণ ও ভগবদ্গতি মহামতি সাধুর প্রতি অননুকূল বিরুদ্ধ মতি অবলম্বন ও পোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু হায়! পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন ও বামনের অত্যুচ্চ ফলপ্রাপ্তি কি কখনো সম্ভব বা সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে? অয়ি ভাগবতাগ্রগণ্য স্ববংশভূষণ সুধন্বন্! আমি না জানিয়া, তোমার ন্যায়, ভগবৎ-পুরুষের প্রতিকূলে দারুণ দুর্ব্যবস্থা প্রদান করিয়া যে উভয়-লোকদূষণ দারুণ পাতকরাশি সংগ্রহ করিয়াছি, এক্ষণে তুমিই আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার কর। যিনি তাদৃশ ভীষণ হুতাশন হইতে প্রহ্লাদকে প্রীতিভরে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সামান্য জ্বলন্ত তৈলরাশি হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে তাঁহার কি বিশেষ ভার বোধ হইবে, কখনই না। অতএব তুমি অবশ্যই উদ্ধার পাইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এক্ষণে আমার উদ্ধারের উপায় কি, বল। অথবা তোমার এই পরমপবিত্র শরীর সম্পর্কেই আমার পাপমলিন কলেবর পবিত্র হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ইহার পবিত্রতাসিদ্ধির অন্যবিধ উপায় নাই। হে সুব্রত! রাজা, রাজপুত্র ও সৈন্য সকল সমবেত হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে। তুমি উত্থান করিয়া তাহাদের পরিপালন ও আমাকে উদ্ধার কর। স্বয়ং কৃষ্ণ পাণ্ডবের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সারথ্য করিবেন; অত-

এব বৎস! তুমি অদ্য অর্জ্জুনের সহিত যথাবিধানে যুদ্ধ করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ও শাশ্বত লোক সকল লাভ কর। ভাগ্যক্রমেই ভগবান্ তোমাদের অধিকার মধ্যে পদার্পণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদিগকে আপনার পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতচিত্ত হইয়াছেন। আহা, কি সৌভাগ্য! অদ্য আমি তোমার ন্যায় পরম ভাগবত মহাপুরুষের পরম পবিত্র কলেবর স্পর্শ করিয়া পাপে তাপে মলিন ও জর্জ্জরিত দগ্ধ দেহ শীতল ও সুস্থ করিলাম। প্রার্থনা করি, যেন জন্ম জন্ম এই প্রকার সৌভাগ্যযোগ সংঘটিত হয়। সাধুপুরুষের সহিত একত্র অধিষ্ঠানই সংসারীর প্রকৃত সুখ, সন্দেহ কি?

জৈমিনি কহিলেন, মহর্ষি শঙ্খ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সুধন্বাকে তৈলমধ্য হইতে গ্রহণপূর্ব্বক তটে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার ভাগ্যের সীমা নাই। অবলোকন করুন, আপনার এই সাধুশ্রেষ্ঠ মহাভাগ আত্মজ শ্রদ্ধাসহকারে স্বকীয় মুখে নৃসিংহ নামক মন্ত্ররাজ ধারণ এবং তাহা জপ করত আপনার শরীর রক্ষা ও আমার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারে পবিত্র করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

অনন্তর রাজা হংসধ্বজ প্রীতিভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস, আমি মহর্ষি লিখিতের আদেশবশবর্ত্তী হইয়া, তোমাকে প্রজ্বলিত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তুমি কেবল ভগবান্ কেশবের প্রভাবেই দগ্ধ

হও নাই। বৎস! তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া, অধুনা অনন্ত পুরুষ বাসুদেবের মাহাত্ম্য নিঃসংশয়ে অবগত হইলাম; তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে তুমি উত্থানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া, অর্জ্জুনের সারথি মহারথি কেশবকে যুদ্ধ প্রদর্শন এবং আমাকে আলিঙ্গন প্রদান কর। বলিতে কি,তোমার ন্যায় পরমভাগবত সৎপুত্রের পিতা হইয়া, আজি আমার জীবন ও জন্ম উভয়ই সার্থক হইল। প্রার্থনা, যেন জন্ম জন্ম তোমার ন্যায় পুত্রের পিতা হই।

জৈমিনি কহিলেন, জনমেজয়! অনন্তর রাজপুত্র সুধন্বা হৃষ্টচিত্তে পিতা ও শঙ্খ মহোদয়ের পদারবিন্দ বন্দনা করিয়া, রত্নময় বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ঐ রথ সুবর্ণখচিত, সুন্দর-কূবরবিশিষ্ট, সুদীর্ঘ ধ্বজে অলঙ্কৃত, মনোহরশোভাসম্পন্ন, গবাক্ষপরম্পরায় পরিবৃত, স্বর্ণবর্ণ তুরঙ্গসমূহে সংযোজিত, সুচারু-চামরবিরাজিত নিরতিশয় দ্রুতগামী, সুবর্ণময় মাল্যদামে পরিমণ্ডিত, বিচিত্র-কুসুমস্রক্‌-সুশোভিত, সারথিশ্রেষ্ঠকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কিঙ্কিণীশব্দে যেন নৃত্যপরায়ণ।

ঐ সময়ে মহীপতি হংসধ্বজের সুবিপুল সৈন্যমণ্ডলী দ্বিতীয় কালচক্রের ন্যায়, অর্জ্জুনের সম্মুখে অবস্থিতি করিল। বীরগণের আনন হইতে রাশি রাশি তাম্বূল পতিত হওয়াতে, বসুমতী রসবতী যুবতীর ন্যায়, শোভমান হইলেন। রাজন্! আকাশ যেমন নিশামুখে নক্ষত্রমালায় পরিবৃত হইয়া শোভা পায়, বীরগণের অঙ্গ হইতে নিপতিত চন্দনসহায়ে ভূতলের তদ্রূপ শোভা হইল। পরস্পরের সংঘর্ষবশতঃ কণ্ঠ হইতে মুক্তা-

মালা ক্রুটিত ও পৃথিবীতে পতিত হইয়া,আকাশেখেচরগণের ন্যায়, সুষমাবিস্তার করিল। বিচিত্র কিরীট ও কবচ সমূহের বিচিত্র প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া, পৃথিবী শরৎকালীন নভস্তলের ন্যায় বিরাজমান হইল। সমীরণ পতিত চন্দন আকাশে আনয়ন এবং কুসুমসকল মনুষ্যগণের মস্তক হইতে উৎপতিত হইয়া পৃথিবী অতিক্রমপূর্ব্বক স্বর্গে উত্থান করিল; বোধ হইল তাহারা যেন কল্পপাদপের সুগন্ধি মাল্যদাম জয় করিবার জন্য ঐরূপ করিতেছে। মনুষ্যগণের সৌরভপূর্ণ মুখবাসে পরাজিত হইয়া, মলয়ানিল বিহ্বলের ন্যায়, ঘূর্ণমান হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের মদজলে অভিষিক্ত হইয়া, সমতল ভূভাগও বিসমভাবাপন্ন হইয়া উঠিল এবং তুরঙ্গমগণের খুরপাতসমুত্থিত রজোভারে পুনরায় তাহা পরিপূরিত হইল। মেঘ ও সাগরের গভীরগর্জ্জন জয় করিয়া, স্যন্দনসমূহের ঘোর ঘর্ঘরনির্ঘোষ সহসা সমুত্থিত হওয়াতে, নিতান্ত অদ্ভুতবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। পদাতিগণের প্রবলপদবিন্যাসপ্রযুক্ত পৃথিবী পদে পদেই প্রকম্পিত হইতে লাগিলেন।

রাজা হংসধ্বজ এইরূপে সৈন্যবিন্যাস সমাধা করিয়া, সহর্ষে সমবেত বীরগণের সকলকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া, অশ্বগ্রহণ কর। বীরগণ তদীয় আদেশবশংবদ হইয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বগ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিল। ঐ অশ্ব উৎকৃষ্ট চন্দনে চর্চ্চিত, বিচিত্র ভূষণে অলঙ্কৃত এবং ধূপাবাসে সাতিশয় ধূপিত। অনন্তর রাজা হংসধ্বজ সহোদর ও পুত্রগণে সমবেত হইয়া, ভারতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন। সুধন্বা,

সুরথ, সুমতি, সুমতির পুত্র বীরকেতু, তীব্ররথ, শতধন্বা এবং অন্যান্য অসংখ্য ভূপতি সকলে সম্মিলিত হইয়া, পার্থের সহিত সংগ্রামাভিলাষে অগ্রে প্রস্থান করিলেন। তখন ভূরি ভূরি দুন্দুভি, শৃঙ্গ, পটহ, মদ্দল, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, পণব, আনক, ঢক্কা, ঢোল, ভেরী, গোমুখ, কামুল, ঝর্ঝর, শঙ্খ, মুরলি ও কারু ইত্যাদি বিবিধ বাদ্য বাদ্যকুশলগণকর্ত্তৃক বাদিত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর বাদ্যশব্দে পর্ব্বত ও সমুদ্রসকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল এবং ভীরুগণের মন দ্বিধা হইয়া গেল।

নরপতি হংসধ্বজ এইরূপে সুবিপুল রথানীকসমভিব্যাহারে হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল তাদৃশ সুবিশাল সৈন্য রক্ষা করিতেছেন, অবলোকন করিয়া, অর্জ্জুন সকলের সমক্ষে প্রদ্যুম্নকে কহিতে লাগিলেন, বীর! রাজা হংসধ্বজ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ বীর সেই অশ্ব মোচন করিতে যাইবে, বল। অয়ি মহাবল! তুমি, পুত্রের সহিত বলবান্ মহীপতি যৌবনাশ্ব, মহাবীর অনুশাল্ব, কৃতবর্ম্মা, সাত্যকি, পরম তেজস্বী বৃষকেতু, মহামতি মেঘবর্ণ এবং স্বয়ং হুতাশন যাঁহার জামাতারূপে রাজ্যে বাস করিতেছেন, সেই মহাবীর্য্য নীলধ্বজ, তোমরা সকলে আমার সহিত অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছ। স্বয়ং বাসুদেব যুধিষ্ঠির ও ভীমের সহিত মিলিত হইয়া, তোমাদিগকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। অধুনা, আমরা পররাষ্ট্রে, বিশেষতঃ একজন বলশালী রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। এখন তুমিই আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা ও সহায়। দেখ, কৃষ্ণ যখন যাহা আদেশ করেন, তুমি তাহা পালন করিয়া থাক।

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, মহাভাগ! এরূপ কথা মুখে আনিবেন না। আপনি পিতৃদেবের বাক্য বিস্মৃত হইয়াছেন। মহাত্মা পিতা কৃষ্ণ তাঁহার পাণ্ডবরূপ সর্ব্বস্ব আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। আমি কি তাহা নষ্ট করিব? দেখুন, মহানুভব ভীম ও ধর্ম্মরাজের সমক্ষে পিতা আমায় ঐরূপ দান করিয়াছেন। আমি কোন্ মুখে ও কি সাহসে তাহার রক্ষায় প্রাণ থাকিতেও অযত্ন করিব? হে অর্জ্জুন! অদ্য আপনি সংগ্রামে আমার ভুজবীর্য্য অবলোকন করিবেন। আমি সুশাণিত শায়কপরম্পরাপ্রয়োগপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে রাজা হংসধ্বজকে সন্তুষ্ট করিয়া, সুধন্বা, সুরথ, সুমতি, সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতির সহিত শমনসদনে প্রেরণ করিব।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবল প্রদ্যুম্নের কথা শুনিয়া উদারবুদ্ধি বাগ্মী বৃষকেতু নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনাদের মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না। দেখুন, আপনি ও অর্জ্জুন প্রলয়ের উৎপত্তি করিতে পারেন; হংসধ্বজের এই সামান্য সৈন্য আপনাদের নিকট কোনরূপ পদার্থ বলিয়াই গণ্য হয় কি না সন্দেহ। যখন মুখবাষ্পেই সমুদায় সৈন্য তৃণতুল্য দগ্ধ হইতে পারে, তখন কোন্ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ তদর্থে বাড়বানলকে নিয়োগ করিবে? যদি নেত্রপক্ষের প্রহারে মশক নিহত হয়, তাহা হইলে কোন্ মূঢ়মতি তাহার সংহার জন্য জাল বিস্তার করিবে? অথবা স্বল্পমাত্র শীকরবর্ষণে যে ধূলি নিরাকৃত হয়, তাহার উপশমজন্য বরুণদেব কি কুপিত হইয়া, গমন করিয়া থাকেন? আপনারা আজ্ঞা করিলে, আমি কি ঘোটক আনয়ন করিব না? বিষ্ণু-

দূতগণ যেমন যমদূতগণকর্ত্তৃক পাশবদ্ধ গতাসু হরিসেবককে, আমিও তেমনি ঘোটককে আনয়ন করিব। হে অর্জ্জুন! দেখুন, এই আমি আপনার অরাতিগণের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিতেছি।

জৈমিনি কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন প্রতিষেধ করিলেও, মহাবল বৃষকেতু সুন্দরধ্বজবিশিষ্ট রথারোহণে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইয়া হংসধ্বজের সৈন্যগণের প্রতিকূলে শংখধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা বৃষকেতু সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সূত! তুমি তিত্তিরি-সন্নিভ তুরগদিগকে সুদারুণ পদ্মব্যূহ মধ্যে পরিচালিত কর। সারথি তৎক্ষণাৎ সবেগে কশা উদ্যত করিয়া, যুদ্ধবিষয়ে সুশিক্ষিত দ্রুতগামী অশ্বদিগকে প্রেরণ করিল। মহাবীর সুধন্বা প্রবলপ্রতাপ কর্ণাত্মজকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতিষ্ঠিত এই পদ্মব্যূহ না দেখিয়াই অবলীলাক্রমে আগমন করিতেছে? যখন বৃষচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তখন এ ব্যক্তি ধনঞ্জয় নহে; অপর কোন বীর হইবে, সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয়ের শরানলে নরপতিগণ কি আর দহ্যমান হয়েন না, সেইজন্য এ ব্যক্তি এই সমবেত বহুসংখ্য রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া একাকী সমাগত হইল? অদ্য আমিই এই রণবিশারদ বীরের সহিত যুদ্ধকৌতুকে প্রবৃত্ত হইব। সূত! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি সত্বর আমাকে এই বীরের রথসম্মুখে লইয়া যাও। সূত এই বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র বেগে অশ্বদিগকে কশাঘাত করিয়া, রথিপ্রবর সুধন্বাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনয়ন করিলে, বৃষকেতু

ও সুধন্বা উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই, আমিষলুব্ধ কেশরীর ন্যায়, নিরতিশয় তেজঃপ্রতাপ ও পরাক্রমবিশিষ্ট। সুধন্বা সবিনয় বাক্যে বৃষকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুব্রত! তুমি কে, কাহার পুত্র, তোমার নাম কি, অগ্রে এই সকল সবিশেষ নির্দ্দেশ কর, পশ্চাৎ যুদ্ধ করিব কি না, বিচার করা যাইবে।

বৃষকেতু কহিলেন, যিনি দাতৃগণের অগ্রগণ্য, অতিশয় বীরত্বসম্পন্ন ও নিরতিশয় ধৈর্য্যগুণে অলঙ্কৃত, সেই সুবিখ্যাত মহাত্মা কর্ণের ঔরসে আমার জন্ম হইয়াছে। মহাভাগ মহর্ষি কশ্যপ আমাদের গোত্রপ্রতিষ্ঠাতা। আমার নাম বৃষকেতু, জানিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের আদেশবহ ভৃত্য এবং অর্জ্জুনের পরম প্রীতিভাজন সখা। মহাবল! অধুনা তোমার নামাদি নির্দ্দেশ কর। কারণ, সিংহ কখন শৃগালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না।

সুধন্বা কহিলেন, আমি মহারাজ হংসধ্বজের পুত্র, নাম সুধন্বা। মধুচ্ছন্দ ঋষি আমাদের বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রশস্ত সরোবরে সুজাত পদ্মের ন্যায়, ভুবনবিদিত উল্লিখিত বংশে আমার শুভ জন্ম সংঘটিত হইয়াছে। অধুনা, যদি প্রকৃত পুরুষত্ব থাকে, তাহা হইলে, যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হইয়া, তাহা প্রদর্শন কর। তেজস্বী ভাস্কর যেমন তিমির-রাশি তিরোহিত করেন, তুমি তেমনি সংগ্রামে শত্রুসৈন্যের প্রতিষেধ কর। পৌরুষহীন নির্ব্বোধ পুরুষেরাই আপনার কুলমর্য্যাদা বর্ণনা করিয়া, শরৎকালীন মেঘের ন্যায়, অনর্থক আড়ম্বরপ্রকাশে প্রবৃত্ত হয়।

ধীমান্ বৃষকেতু এই কথায় কষাহত সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায়, সমধিক উত্তেজিত হইয়া, সহাস্য আস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, এই দেখ, আমি বর্ষাকালীন জলদের ন্যায়, সার্থক আড়ম্বর প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। এই মুহূর্ত্তেই সুশাণিত সায়কসহায়ে স্বীয় পুরুষকার প্রদর্শন করিব। আমার এই তীক্ষ্ণধার, তীব্রতেজ ও মহাবল নারাচসকল সহসা তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে স্বকার্য্যসাধন করিবে, সন্দেহ নাই। তুমি সাবধান হও; আমি কথায় যাহা বলিলাম, কার্য্যে অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব, কোনমতেই ইহার অন্যথা হইবে না। সর্ব্বভুবনপ্রকাশক পিতামহ ভাস্করদেবের সুপ্রদীপ্ত কিরণমালা হইতে এই সকল অগ্নিকল্প নারাচের তীক্ষ্ণতা সমুদ্ভাবিত হইয়াছে। স্বয়ং মৃত্যু ইহাদের মুখে অধিষ্ঠান করিতেছে।

এই বলিয়া তিনি রাশি রাশি শরবর্ষণপূর্ব্বক সৈন্যসহিত সুধন্বাকে আচ্ছাদিত করিয়া, সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদীয় শরসকল গজ, অশ্ব, রথী ও পদাতিগণের শরীর ভেদ করিয়া, জীবিতহরণ করিল। হে রাজেন্দ্র! উদারবুদ্ধি বৃষকেতু রথযূথপতি সুধন্বাকে সর্ব্বতোভাবে বিদ্ধ করিলেন। সুধন্বার সৈন্য সকলও শরবৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া, দৃষ্টিপথ পরিহার করিল। অনন্তর মহাবল কর্ণাত্মজ তেজঃপ্রকাশপুরঃসর সহাস্য আস্যে পঞ্চশর প্রয়োগ করিয়া, সুধন্বার সারথি ও অশ্বসকল ছেদন এবং পুনরায় শত শত সুশাণিত সার্দ্ধপত্র বাণ দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সকলের সমক্ষে আচ্ছাদিত করিয়া, পৃথিবীতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবাহু কর্ণপুত্র রোষাবিষ্ট হইয়া, রাশি রাশি ছত্র, চামর, ধ্বজ, বাদিত্র, ভূষণ ও আয়ুধসনাথ করিকরাকার বাহু এবং সন্দষ্ট-অধর-চ্ছদবিশিষ্ট মস্তকপরম্পরা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

বীরবর সুধন্বা স্বীয় সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া, অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণাত্মজের পুরুষত্বের প্রশংসা করিতে করিতে তদীয় অশ্ব, সৈন্য সকল,বিশাল ধ্বজ ও পতাকাসহিত রথ এবং শরাসন তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি বীরবর বৃষকেতুর সুবিশাল শরীর ক্ষতবিক্ষত করিলে, তিনি সহসা মূর্চ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, রথোপস্থে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে লোকমাত্রেই বিস্ময়সাগরে অবগাহন করিল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা কর্ণাত্মজ মূর্চ্ছার অবসানে গাত্রোত্থান করিয়া, সুধন্বার প্রতি যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্য সৈন্য সমবেত হইয়া, চতুর্দ্দিকেই তাঁহাকে বেষ্টিত করিল। তিনি আপনাকে শক্রসৈন্যের মধ্যস্থ, বহুতর বিপক্ষবীরে পরিবেষ্টিত ও রথহীন অবলোকন করিয়া, রোষাবেশে অসহমান হইয়া, শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক হেমরত্নবিরাজিত সুশাণিত নারাচসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং রাশি রাশি শরপ্রয়োগপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শক্রসৈন্য বিদ্ধ করিয়া, অনেককে জীবিতহীন করিলেন। অনন্তর তিনি অপরসৈন্যবেষ্টিত হইয়া, ভূরি ভূরি শক্তি, তোমর, ভল্ল, ভিন্দিপাল, মুদ্গার ও অসিপ্রহারে বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যসকল সংহার করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে শত শত নারাচ, করপত্র, অয়োমুখ, ভূশুণ্ডী, গদা, পট্টিশ, পরিঘ, ত্রিশূল

ইত্যাদি অস্ত্রপরম্পরায় স্বীয় শরীর সমাচ্ছাদিত সন্দর্শন করিয়া, শৌর্য্যশালী সূর্য্যনপ্তা সমাহিতচিত্তে সবিশেষ নিষ্ঠা-সহকারে সনাতন পুরুষ শৌরির সর্ব্বশোকবিনাশন সুপবিত্র নাম জপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শরীরে সহসা অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর সারথি অন্য রথ যোজনা করিয়া, সান্নিধ্যে সমাগত হইলে, মহাবল বৃষকেতন তৎক্ষণাৎ তাহাতে আরোহণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে সুশাণিত সায়কসহায়ে সুধন্বাকে বিদ্ধ ও সমন্তাৎ বাণবৃষ্টি করিয়া, তদীয় সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিলেন। তদ্দর্শনে সুধন্বা সরোষে পাঁচ বাণে তদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিলে, তিনি গাঢ়বিদ্ধ হইয়া, মূর্চ্ছিত ও পতিত হইলেন। মহাবল বৃষকেতুকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, সারথি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রণস্থল হইতে যেমন অপসারিত করিল, সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণতনয় প্রবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া সুধন্বাকে সবেগে ও সরোষে আক্রমণ ও ভয়ঙ্কর পঞ্চ শরে নিপীড়ন করিয়া, এক বাণে তদীয় সারথিরে শমনসদনে প্রেরণ, চারি বাণে রথের চারি অশ্বের প্রাণসংহরণ, আট বাণে দুর্ভেদ্য যুগ বিদারণ এবং তিন বাণে তাঁহার বিচিত্র শরাসন ছেদন করিলেন।

এই রূপে প্রবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন অতিশয় তেজস্বী সুধন্বার সমুদায়ই ছিন্ন ভিন্ন ও খণ্ড খণ্ড করিলে, সেই হংসধ্বজ-তনয় সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশপুরঃসর তদীয় অতিপৌরুষের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রোষাবেশে প্রচণ্ড কোদণ্ড ও সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমস্ত গ্রহণ করিয়া,

অসামান্যপৌরুষপ্রদর্শনসহকারে অত্যাশ্চর্য্য সন্ধানযোগে শরদ্বয়মাত্রপ্রহারে প্রদ্যুম্নের অশ্ব, যুগ, চক্র ও রজ্জু, এই সকল অষ্টধা ছেদন এবং একবাণে তদীয় দুর্ভেদ্য শরাসন পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি আর এক শরে সারথির শরীর হইতে মস্তক পৃথক্ এবং অপর শরত্রয় প্রহারে স্বয়ং প্রদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া, কুপিত কেশরীর ন্যায়, সুগভীর গর্জ্জনে আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। এই ব্যাপার দেখিতে অদ্ভুত হইল। তাঁহারা উভয়েই বীর, বলবান্ ও মহারণবিশারদ। উভয়েই ভূচর হইয়া খেচরের ন্যায়, অলৌকিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পরস্পর ভয়ঙ্কর শরবর্ষণপূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে শরপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া, রুধিরাক্ত কলেবরে ধরাতলে পতিত হইলেন। তন্মধ্যে সুধন্বা সহসা সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক সমুত্থিত ও সরোষে স্যন্দনে সমারূঢ় হইয়া, সুদুর্ভেদ্য শরাসনে সহস্র সহস্র সুশাণিত শর সন্ধান করত অর্জ্জুনের অধীনস্থ বীরবর্গকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমেই কৃতবর্ম্মারে আক্রমণপূর্ব্বক একবারে নবতিশরে তদীয় কলেবরে রুধিরধারা বর্ষিত করিলেন। কৃতবর্ম্মা তদীয় প্রযোজিত শরসকল দ্বিধা ছেদন করিয়া, পাঁচবাণে তাঁহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সুধন্বা তৎক্ষণাৎ নয় বাণে তাঁহার অশ্ব, রথ ও সারথি সমুদায় নষ্ট করিলেন। কৃতবর্ম্মা শত্রুশরে নিপীড়িত হইয়া, রণত্যাগ করিয়া পলায়মান হইলেন।

অনন্তর মহাবীর অনুশাল্ব মহারণে সমুদ্যত হইয়া, সশর

শরাসন গ্রহণ করিয়া, সুধন্বাকে আহ্বান করত কহিলেন, অদ্য তুমি আমার সমক্ষে স্বকীয় বিক্রমে অনেক বীরের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছ। ইহাতে আমার নিরতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব সকলের সমক্ষে আমার একমাত্র শর সহ্য কর।

জৈমিনি কহিলেন, এই বলিয়া প্রবলবিক্রম অনুশাল্ব বাড়বানলসন্নিভ নারাচ প্রয়োগ করিলে, সুবীর সুধন্বা সেই সুদারুণ নারাচ নিরীক্ষণ করিয়া, তাহা ছেদন করিতে কৃতমতি হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সুতরাং ঐ নারাচ সবেগে তদীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে অনুশাল্ব একান্ত উৎসাহিত হইয়া সতেজে, তদীয় সৈন্যসকলকে বাণবিদ্ধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সুধন্বাকে রথহীন করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিলেন এবং দর্পিত শার্দ্দূলের ন্যায়, ঘোরগভীর গর্জ্জন করিয়া, বিপক্ষগণের হৃদয় কম্পিত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর রথিপ্রবর সুধন্বা মূর্চ্ছার অবসানে আশু গাত্রোত্থান করিয়া, মহাবল দৈত্যপতি শাল্বানুজের হৃদয়দেশ একবাণে বিদ্ধ করিলেন। অনুশাল্ব বাণবিদ্ধ হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিলে, সুধন্বা দ্বিগুণিত উৎসাহসহকারে বিবিধ নারাচ নিক্ষেপ করত অর্জ্জুনের শত শত সেনা সংহার করিতে লাগিলেন। রাজন্! তিনি বহুসংখ্য সৈন্য ছেদন করিয়া বসুমতীকে রুধিরৌঘশালিনী, মাংসকর্দ্দমময়ী ও বিষমভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। সহস্র সহস্র গজ ও শত শত অশ্বের মস্তক সমস্ত ছিন্ন ও একত্র মিলিত হইয়া, ভয়ঙ্কর দৃশ্য সমুদ্ভাবিত করিল। অশ্বসকল অশ্বারোহীর

সহিত শরপ্রহারে দুইভাগে ছিন্ন হইলে, তাহাদের পূর্ব্বভাগ গমন ও অপরভাগ ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। এই ব্যাপার নিতান্ত বিস্ময় সমুদ্ভাবিত করিল। সুধন্বা স্বীয় সুবিপুল বিক্রমে অনেককে পাতিত ও অনেককে পাত্যমান করিলেন। লোকে এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যদর্শন করিয়া, যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বিচিত্র সায়কসমূহে বহুধা বিদারিত মনুষ্য, অশ্ব, গজ, রথী ও পদাতিগণের রুধিরসলিল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া, প্রলয়কালীন প্রচণ্ড লীলা বিস্তার করিল। বীরগণ ছিন্নবাহু, ছিন্নাঙ্গদ ও ছিন্নভূষণ হইয়া, সুধন্বাকর্ত্তৃক সর্ব্বসমক্ষে পাতিত ও পাত্যমান হইতে লাগিল। তাহাদের সুবিশাল শরীরসমূহের সন্নিপাতে সংগ্রামভূমি সাতিশয় গহনভাবাপন্ন হইলে, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহজে গমনাগমন দুর্ঘট হইয়া উঠিল। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের সেই সুবিপুল সৈন্য এইরূপে ইতস্ততঃ ভগ্ন, বিদ্রুত ও বিরথ হইল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবল রণশ্লাঘী সুধন্বা অর্জ্জুনসৈন্য সংহার ও সিংহনাদ বিসর্জ্জন করিয়া, সপ্ততি নারাচে পরমপ্রভাব প্রদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলে, কৃষ্ণনন্দন কালান্তক যমের ন্যায়, কুপিত হইয়া, পঞ্চসপ্ততি ভল্লে তাঁহার রথ, অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, ছত্র, চামর ও রথাধিরূঢ় বীরপুরুষদিগকে ছেদন করিয়া

ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। ঐ সময়ে সুধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া, হাসিতে হাসিতে সাত্যকিকে রথহীন করিলেন। অনন্তর উভয়েই পুনরায় দিব্যরথে আরোহণ করিয়া, সহস্র সহস্র শরবর্ষণপূর্ব্বক আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। উভয়েরই শরীর ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতপ্রবাহে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তাহাতে, বসন্তকালীন কুসুমভূষিত কিংশুক পাদপদ্বয়ের ন্যায়, উভয়ের নিরতিশয় শোভা প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবল সুধন্বা কুপিত হইয়া, মহাশক্তি মোচন করিলে, তাহার গুরুতর আঘাতে শিনিপুত্র সাত্যকি মূর্চ্ছার বশীভূত হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইয়া, একবারে দিগ্‌বিদিক্ সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সৈন্যসকল ভয়মোহে অভিভূত হইয়া, ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইল। বোধ হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে, ভূতগণ উপদ্রুত হইয়া সবেগে ও সভয়ে চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে।

মহাবল সব্যসাচী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সমাগত সুধন্বাকে সরোষে সম্বোধন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বীর! কোথা যাইতেছ, এই স্থানে অবস্থিতি কর। অয়ি মহাবল! তুমি যুদ্ধে মৎপক্ষীয় অনেককে জয় করিয়াছ। মহাত্মা ইন্দ্রের ন্যায়, তোমার বলবীর্য্যের সীমা নাই আমি পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, মহাত্মা কর্ণ ও কালকেয়গণ এবং সাক্ষাৎ মহাদেব ও অন্যান্য অনেক মহাবলপরাক্রম বীরের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু অদ্য তোমার অলৌকিকপুরুষকারসহকৃত অসাধাবণ যুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করিয়া, আমার

অন্তরে যেরূপ অপার বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইয়াছে, তত্তৎসময়ে কখন সেরূপ সংঘটিত হয় নাই।

সুধন্বা কহিলেন, পার্থ! তুমি ইতিপূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছ, সে সকলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার হিতকর্ত্তা সারথি হইয়া, রথে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। অধুনা, তুমি কৃষ্ণহীন হইয়াছ। সেইজন্য তোমার ঈদৃশ বিস্ময় সমুদ্ভূত হইয়াছে। তুমি যদিও হরিকে ত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু তিনি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিলেন? যাহাহউক, যদি ইচ্ছা থাকে, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। রাজশ্রেষ্ঠ হংস-ধ্বজ ত্বদীয় যজ্ঞাশ্ব যথাবিধানে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিয়া, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন। অদ্য দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া, আমার যুদ্ধ অবলোকন করুন। আমি ভগবান্ বাসুদেবের সম্মুখেও তোমাকে যুদ্ধে বধ করিব।

জৈমিনি কহিলেন, অর্জ্জুন এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, এক-বারে শত শর সন্ধান করিলে, সুধন্বা হাস্য করিতে করিতে সে সকল ছেদন করিলেন। অনন্তর পুনরায় হাস্য করিয়া দশমশরে কুন্তীপুত্রকে বিদ্ধ করত শত শত সহস্র সহস্র অযুত অযুত ও প্রযুত প্রযুত সায়ক প্রয়োগ সহকারে ক্রোধ-ভরে তাঁহারে একবারেই আচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুনও দশ শরে তাঁহার শর সমস্ত ছিন্ন করিয়া, সৃক্কণীদ্বয়লেহনপুরঃসর আগ্নেয়াস্ত্র মোচন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল সুধন্বা ক্রোধ ভরে বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের শরপাতভয়ে অভিভূত হইয়া, খেচরগণ আকাশে আর গমন করিতে পারিল না। ঘোরতর বাণান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, ত্রিভুবন অদৃশ্য

প্রায় হইল। ঐ সময়ে অর্জ্জুনের আগ্নেয়াস্ত্রে সুধন্বার সৈন্য সকল দগ্ধ হইয়া, অনবরত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। সুধন্বা পার্থপ্রযোজিত প্রজ্বলিত শিখাকুল হুতাশন সন্দর্শন করিয়া, তাহার প্রতিবধনজন্য বরুণাস্ত্র গ্রহণ ও মোচন করিলে, তাহা হইতে করকাসমেত সুবিপুল সলিলবৃষ্টি সমুদ্ভূত হইয়া, একবারে আকাশ ও অবনি প্লাবিত করিয়া ফেলিল এবং দুর্নিবার শিলাবৃষ্টিতে গুরুতর আহত হইয়া, অর্জ্জুনের সৈন্যসকল একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল। অধিকন্তু, তাহারা ভয়ঙ্কর শীতে বিমোহিত হইয়া, কম্পান্বিত কলেবরে ইতস্ততঃ সবেগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কেহই আর স্থির থাকিতে পারিল না। মুষ্টি শিথিল হওয়াতে, হস্ত হইতে সহসা শরাসন স্খলিত হইয়া পড়িলে, বীরগণ চকিতের ন্যায়, উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়, স্থিরনেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া, অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল। অনবরত শিলা ও বৃষ্টিপাত হওয়াতে, ময়ূর ও চাতকগণের আহ্লাদের একশেষ উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে বর্হিগণ স্ব স্ব প্রিয়তমার সহিত সমবেত হইয়া, সুখভরে বর্ষাসমাগম মনে করিয়া, বিচিত্র বর্হভার বিস্তার করত নৃত্য করিতে লাগিল। চর্ম্মনদ্ধ বাদিত্র সকল সলিলসেক প্রযুক্ত নষ্ট হইয়া গেল। বীরগণের কনকচম্পক সদৃশ কলেবরে যে নিতান্ত মৃদুল নানাজাতীয় বস্ত্র ছিল, তৎ সমস্ত যেন অঙ্গের সহিত লিপ্ত হইয়া, একবারেই দৃষ্টিপথ পরিহার করিল। জলপাতসম্পর্কেও চামর, বর্ম্ম ও করিগণের কুম্ভস্থল সকল শোভাহীন হইল। শর সকল দুর্জয় শিলাঘাতে পক্ষবিহীন হওয়াতে, লক্ষ্যভেদে

সমর্থ হইল না। অতিমাত্র বৃষ্টিপাতনিবন্ধন গগনমণ্ডলও অদৃশ্য হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে মহাবীর পার্থ প্রবলপরাক্রম-প্রদর্শনপূর্ব্বক সরোষে বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিলে, তৎপ্রভাবে জলদমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন, শত্রুপক্ষের ধ্বজ সকল নিপাতিত এবং হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ ও মনুষ্যগণ ইতস্ততঃ ভ্রমমাণ হইতে লাগিল।

এই অবসরে বীর্য্যশালী সুধন্বা অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সহসা ধনঞ্জয়ের ধনু ও জ্যা এবং অতিমাত্র ক্রোধভরে শরত্রয়প্রহারে সারথির মস্তক ছেদন করিয়া, স্বয়ং অর্জ্জুনকে শরহীন করত গম্ভীরস্বরে কহিলেন, পার্থ! ভগবান্ বাসুদেব সম্প্রতি তোমার সারথ্য করিতেছেন না; তুমি এখন আমার শর-পরম্পরায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছ; তোমার সেই পুরুষ-কার কোথায় গেল? তুমি সেই সর্ব্বগামী সারথিকে ত্যাগ করিয়া, ইতর সারথির আশ্রয় লইয়াছ। বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছ, যাহারা কোনরূপে ভগবানের আশ্রিত, তাহা-দের কোন কালেই বিপদ নাই এবং যাহারা পরের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া, জীবন যাপন করে, তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব তুমি সেই বাসুদেব সারথিকে স্মরণ কর; নতুবা, আমার সম্মুখীন হইলে, নিশ্চয়ই তোমাকে মরিতে হইবে।

জৈমিনি কহিলেন, মহাবাহু অর্জ্জুন নিরুপায় ভাবিয়া, একহস্তে শরাসন ও অন্যহস্তে স্বীয় তুরগদ্দিগকে গ্রহণ করিয়া, তাদৃশ তুরপনের সংকটসময়ে ঐকান্তিক হৃদয়ে ভক্তের প্রাণ ও বিপদের বিপদ্ মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

একবার স্মরণমাত্রেই তিনি সাক্ষাৎকারে উপনীত হইয়া, পরমপ্রিয়ভক্ত ধনঞ্জয়ের রথে অধিষ্ঠান করিলেন এবং মৃদু বাক্যে অর্জ্জুনকে অনুপ্রাণিত করিয়া, কহিলেন, তুমি সত্বর অশ্বদিগকে মোচন করিয়া, উত্থান কর। অর্জ্জুন এই বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া, ভক্তি ও প্রীতিভরে তাঁহারে নমস্কার করিয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বরশ্মি ত্যাগ করত নিতান্ত সাবধানতাসহকারে সুধন্বার চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর শর-জাল বিস্তার করিলেন।

মহাবীর সুধন্বা অর্জ্জুনকে শরপরম্পরা প্রয়োগ ও স্বয়ং বাসুদেবকে তদীয় রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া, প্রকৃত ভক্তের ন্যায়, পরম পুলকিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে ভক্তানন্দ কেশব! তুমি অর্জ্জুনের জন্য সমাগত হইয়াছ। ভাগ্যক্রমেই আমি তোমাকে দর্শন করিলাম। হে মাধব! তুমি যে সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের অন্তর্যামী, তাহাও অদ্য পরিজ্ঞাত হইলাম। হে কৃষ্ণ! ত্বদীয় চরণারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে জয় বা মরণ, যাহাই হউক, কিছুতেই আমার আগ্রহ বা অননুরাগ নাই। ধর্ম্মজ্ঞ সুধন্বা বাসুদেবকে এই প্রকার নিবেদন করিয়া, অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পৃথানন্দন! তুমি স্বয়ং ভগবান্‌কে সারথি পাইয়াছ। এক্ষণে আমার জয়বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর। অদ্য আমি পৌরুষপ্রদর্শনপূর্ব্বক তোমার সমক্ষে সমস্ত সংসার সন্তুষ্ট করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, বীর! আমি তিন শরে তোমার এই রমণীয় উত্তমাঙ্গ নিপাতিত করিব। যদি না পারি, তাহা হইলে,

আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আমারই সাক্ষাতে অধঃপতিত হউন। তাঁহাদের সমস্ত পুণ্যই ভ্রষ্ট হইয়া যাউক। আমার এই বাক্য যেন কখনই মিথ্যা হয় না। এক্ষণে তুমি আপনাকে রক্ষা ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা নির্ব্বাচন কর।

সুধন্বা কহিলেন, তোমারই সম্মুখে বাসুদেবের সান্নিধ্যে তোমার ঐ শরত্রয় ছেদন করিব। কোনমতেই ইহার অন্যথা করিব না। যদি করি, তাহা হইলে, আমার যেন ঘোরগতি লাভ হয়। বলবান্ সুধন্বা এই কথা কহিয়াই সহর্ষে শত শর প্রয়োগপূর্ব্বক ভগবানের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তদীয় গুরুতর বাণাঘাতে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও অশ্ব সহিত রথ, ঘটচক্রবৎ সবেগে ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল। পরে মহাবল সুধন্বা, দশ বাণে পার্থকে আহত করিয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ পশ্চিম দিকে এক ক্রোশ অন্তরে আনয়ন করিলেন।

স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য দর্শনে বিস্মিতের ন্যায়, অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! বীরবর সুধন্বার অত্যাশ্চর্য্য পৌরুষ অবলোকন কর। তুমি তিন বাণে ইহারে সংহার করিবে বলিয়া বৃথা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। আমার সহিত পরামর্শ না করাতেই, তুমি এই দারুণ সাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছ। জয়দ্রথবধসময়ে যে সকল গুরুতর ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তুমি কিরূপে সে সমস্ত ভুলিয়া গেলে? সে সকল কি তোমার পরিজ্ঞাত নাই? দেখ, আমি ক্রোধভরে পদদ্বয়ে ত্বদীয় রথ বিশেষরূপে ধারণ করিয়া আছি। তথাপি, সুধন্বা শরপ্রয়োগ-

সহকারে পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ অন্তরে ইঁহাকে লইয়া গেল। ইহা অপেক্ষা বীরত্বের নিদর্শন কি হইতে পারে? দেখিতেছি, সুধন্বা একপত্নীব্রতে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্ন। তুমি আমি কখন ঐরূপ ব্রত করিতে পারি না; এই যুদ্ধে আমাদের বিলক্ষণ ক্লেশ পাইতে হইবে, বোধ হইতেছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, গোবিন্দ! আমি নিশ্চয়ই তিন বাণে এই প্রবল বৈরীর সংহার করিব। যদি তুমি না আসিতে, তাহা হইলে, বিলক্ষণ ক্লেশ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। তুমি সকল ক্লেশের ও সকল বিপদের নিবারণ। তোমাকে যখন পাইয়াছি, তখন আমার বিপদজাল পূর্ব্ব হইতেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই।

জৈমিনি কহিলেন, এদিকে বীরবরাগ্রগণ্য সুধন্বা রোষা-রুণ নেত্রে সশর শরাসন কম্পিত করিয়া, বারংবার অর্জ্জুনকে শরপরম্পরায় আচ্ছন্ন করত ভগবান্ হরিকে কহিলেন, পূর্ব্বে তুমি গোকুলরক্ষার্থ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলে। এক্ষণে সেইরূপে অর্জ্জুনকে রক্ষা কর। মহাবাহু প্রভাবশালী অর্জ্জুন এই কথায় একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, কালানলসদৃশ প্রদীপ্ত সায়ক শরাসনে সন্ধান করিয়া, সবেগে ও সতেজে হংসধ্বজকুমার সুধন্বার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান্ গোবিন্দ তদ্দর্শনে সেই বাণে স্বকীয় পুণ্য সংযোজিত করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে গোবর্দ্ধনধারণসময়ে যে পুণ্যবলে আমি ধেনুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম, অধুনা মদীয় আদেশে সেই পুণ্যরাশি এই শরে সংযোজিত হইতেছে।

দেবগণ উভয়ের যুদ্ধদর্শনবাসনায় আকাশে সমবেত

হইলেন। অপ্সরোগণ কৌতুকাকুলিত হইয়া, দেবগণের অনুসরণ করিল। সকলেই দিব্য ভূষণে ভূষিত এবং সকলেই বিমানে আরূঢ় হইয়া, সমরকৌতুক দর্শন করিতে লাগিলেন। দেবগণ ও বাসুদেবকে মঙ্গলকারণ জানিয়া, মহাবাহু সুধন্বা সগর্ব্বে কহিলেন, আমি এই বহুপুণ্যসংযুক্ত সায়ক অবশ্যই ছেদন করিব। যদি ছেদন না করি, তাহা হইলে, আমার সমস্ত সুকৃতই যেন বৃথা হয় এবং দস্যু ও রাক্ষসগণ যেন তাহা ভোগ করে। হে গোবিন্দ! আমি পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছি। এক্ষণে মদীয় সঞ্চিত পুণ্য অবলোকন করুন। এই বলিয়া তিনি অর্দ্ধচন্দ্রবাণপ্রয়োগ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সেই সমাগত সায়ক ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। উহা তৎক্ষণাৎ রসাতল আশ্রয় করিল, দেখিয়া দেবগণ, এমন কি, ত্রিভুবন বিস্মিত হইয়া উঠিল। এইরূপে সুধন্বাকে শীঘ্রসন্ধানসংযুক্ত দর্শন করিয়া অর্জ্জুন পুনর্ব্বার দ্বিতীয় সায়ক শরাসনে যেমন যোজনা করিলেন, তৎক্ষণাৎ বাসুদেব তাহাতেও নিজপুণ্য সঞ্চিত করিলেন।

সুধন্বা কহিলেন, গোবিন্দ! তুমি অর্জ্জুনের উপকারজন্য যদিও এই দ্বিতীয় সায়কে নিজপুণ্য যোজনা করিয়াছ, আমি তোমারই সমক্ষে এই মুহূর্ত্তে ইহা ছেদন ও ধরাসাৎ করিব। হে মহাবল ধনঞ্জয়! অদ্য তুমিও আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর। তোমার প্রযোজিত এই পুণ্যযোগযুক্ত শর যদি দুই খণ্ড করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমার যেন ব্রহ্ম-হত্যাদি সমস্ত পাতকই সঞ্চিত হয় এবং আমার যেন সমস্ত পুণ্যলোকই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। মিথ্যা বলিলে, কূটসাক্ষ্য

দিলে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে, গুরুতল্পগমন করিলে, বন্ধুরহস্য প্রকাশিলে, কপটমিত্রতা প্রদর্শিলে এবং পরদার-মর্ষণ করিলে, যে পাপ হয়, আমি যদি তোমার শর দ্বিধা ছেদন করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমার যেন ঐরূপ পাপ সংঘটিত হয়। এক্ষণে তুমি স্বকীয় পুরুষকার প্রদর্শন পুরঃসর বাণ রক্ষা কর। হে বীর পার্থ! তুমিই ধন্য, তুমিই পুণ্যজন্মা। দেখ, স্বয়ং ভগবান্ তোমার জন্য নিজপুণ্য দান করিয়াছেন। অতএব তুমিই সমধিক কল্যাণসম্পন্ন। আমরা বৃথা জন্মিয়াছি ও বৃথা জীবন ধারণ করিতেছি।

ধনঞ্জয় ক্রোধবশে কৃপণের ধনের ন্যায়, সূর্য্যমণ্ডলসন্নিভ উল্লিখিত শর মোচন করিলে, দেবগণ গগনে ও মানবগণ পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিলেন, না জানি আজি কি ঘটিবে এবং উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জয় করিবে। এই দেখ, অর্জ্জুনের করমুক্ত হইয়া এই শর হইতে প্রবল অনল সমুত্থিত ও আকাশে সমাগত হইয়াছে। বুঝি বা প্রলয় উপস্থিত হইবে।

লোক সকল এইপ্রকার বলিতেছে, এমন সময়ে মহাবল সুধন্বা সুতীক্ষ্ণসায়কপ্রয়োগপূর্ব্বক পৌরুষাতিশয় সহকারে তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের সেই দ্বিতীয় বাণও দ্বিখণ্ডিত করিলেন। এবং পিতাকে ও স্বীয় সৈন্যদিগকে নিরতিশয় আহ্লাদিত করিয়া, সবেগে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে! অর্জ্জুনের শর ছিন্ন হইলে, বসুমতী কম্পিত ও সাগরসকল ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি আর শর যোজনা

করিও না। আমি পাঞ্চজন্যশঙ্খধ্বনি করিব, তুমিও দেবদত্ত শঙ্খ পূরণ কর এবং আমার সহিত মিলিত হইয়া, বীরবর সুধন্বার অলৌকিক পৌরুষ অবলোকন কর। যাহারা স্বর্গকাম হইয়া, আপনার মুখ হইতে বিনিঃসৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করে, তাহারাই কীর্ত্তিমান্ এবং তাহাদেরই জীবন সার্থক। আমিই পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যরাশি প্রদান করিয়া, এই বীরকে নিপাতিত করিব। তুমি কখনো সেরূপে ইহারে সংহার করিতে পারিবে না। এই বলিয়া ভগবান্ জনার্দ্দন দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, পাঞ্চজন্যপরিপূরণে প্রবৃত্ত হইলে, মহাবল অর্জ্জুনও আপনার দেবদত্ত শঙ্খ নিনাদিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে শঙ্খপূরণ করিয়া, পুরুষোত্তম শৌরি পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি সত্বর সায়ক সন্ধিত কর।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! মহাত্মা ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ বাণ গ্রহণ করিলে, ভগবান্ জনার্দ্দন সেই অমরপ্রশংসিত সুদৃঢ় শরের পশ্চিমাংশে ব্রহ্মাকে ও মধ্যদেশে সাক্ষাৎ কালকে যোজনা করিয়া, স্বয়ং তাহার ফলকে অধিষ্ঠান করিলেন এবং পূর্ব্বে রামাবতারে যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও তাহাতে সংযোজিত করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সেই শর সন্ধান করিলে, সমস্ত সংসার হাহাকার করিয়া উঠিল।

মহাবীর সুধন্বা তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া, প্রফুল্ল বদনে কহিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি যাহা করিয়াছ, আমি তাহা জানি। তুমি অর্জ্জুনের জন্য সহসা সংগ্রামে সমাগত হইয়া, অধুনা তাহার শরমধ্যে স্বয়ং

অধিষ্ঠান করিলে। তুমি বিশ্বমূর্ত্তি, তোমাতে সকলই সম্ভব ও শোভা পায়। কিন্তু অর্জ্জুন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখ।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি যদি অদ্য এই সায়ক সহায়ে তোমার কিরীটসনাথ মস্তক ছেদন করিয়া, নিপাতিত না করি, তাহা হইলে, অভিন্নস্বরূপ মহাদেব ও বাসুদেব এই উভয় দেবতার ভেদ স্বীকার করিলে, যে মহাপাপ সঞ্চিত হয়, আমায় যেন তাদৃশ পাপে পতিত হইতে হয়।

সুধন্বা কহিলেন, বীর! আমিও যদি তোমার শর ছেদন না করি, তাহা হইলে, শিবরাত্রিতে কাশিতে গমন ও মণি-কর্ণিকাতীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়া, শিবপূজা না করিলে, যে পাপ হয়, আমার যেন তাদৃশ পাতক সঞ্চিত হয়।

জৈমিনি কহিলেন, উভয়ে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন রোষামর্ষে অধীর হইয়া, উল্লিখিত সায়ক শরাসনে সন্ধান করিলেন। ঐ শর হইতে অনবরত প্রজ্বলিত পাবকশিখা সকল সবেগে সমুত্থিত হইতে লাগিল। উহার প্রভাবে দেবগণ অপ্সরোগণের সহিত আকাশে নিঃসারিত হইলেন। উহার শব্দে সমুদায় বাদিত্র ব্যাপ্ত হইয়া গেল এবং সমস্ত মহীতল বিহ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সুধন্বা অণুমাত্র ব্যাকুল বা বিমোহিত না হইয়া, অর্জ্জুনকে সরোষে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বীর! মহাদেবাদি সমুদায় দেবগণ তোমার পক্ষপাতী হইয়া, এই শররক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। আমি কিন্তু নিঃসন্দেহই ইহা ছেদন করিব। হায়, ধনঞ্জয়! যদি আমি ইহা ছেদন করিতে না পারি, তাহা হইলে, মদীয়

পিতা ও মাতা উভয়েই লজ্জিত হইবেন এবং আমার প্রণয়িনীর বিশালাক্ষী প্রভাবতীও আমায় ভৎর্সনা করিবেন। হে ভক্তবৎসল নৃসিংহ দেব! আমি বিলক্ষণ জানি, তুমি অর্জ্জুনের সারথি। এ সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, কোন মতেই গমন করিও না। হে গোবিন্দ! হে জনার্দ্দন! তুমি অধিষ্ঠান কর। হে পার্থ! তুমিও পুরুষকার সহকারে যুদ্ধ কর। এই বলিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সেই বাণ দ্বিখণ্ডিত করিলে, উহা অবিলম্বেই ধরাতল আশ্রয় করিল। বাণ ছিন্ন হইলে, তুমুল হাহাকার উত্থিত হইল। সুধন্বা সাতিশয় উৎসাহ সহকারে সংগ্রামমধ্যে অবস্থান করিয়া, আপনার বাহু তাড়ন করিতে লাগিলেন। বাণ বিনষ্ট হইলে, চন্দ্রমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুনের আদিপুরুষ চন্দ্র সজল ছিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে নির্জ্জল হইলেন। এই ঘটনা নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিল।

কিন্তু হে রাজেন্দ্র! ভগবান্ গোবিন্দের মাহাত্ম্যে সেই বাণের অর্দ্ধখণ্ডও প্রবলবেগে সমুত্থিত হইয়া, সুপ্রতাপশালী সুধন্বার প্রজ্বলিতকুণ্ডলমণ্ডিত পৌরুষনিধান পরমমনোহর-মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল।

বিংশ অধ্যায়।

রাজন্! অনন্তর সেই ছিন্ন মস্তক পরমানন্দসহকারে কৃষ্ণ, নৃসিংহ ও রাম ইত্যাদি পরমপবিত্র নামমালা জপ করিতে করিতে অবিলম্বেই বাসুদেবের চরণারবিন্দে সমাগত হইল।

এদিকে সুধন্বার কবন্ধ অতিবেগে সমরাঙ্গণে সঞ্চরণ করিতে লাগিল এবং যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরিয়া বেগভরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে ভূরি ভূরি রথ, অশ্ব ও হস্তী সকল নিক্ষিপ্ত হওয়াতে, অর্জ্জুনের সুবিপুল সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে স্বয়ং ভগবান বাসুদেব আপনার পদস্থিত সেই রমণীয় মস্তক সকলের সমক্ষে সহর্ষে বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিলে, উহার মুখ হইতে অনির্ব্বচনীয় তেজ বিনিঃসৃত হইয়া, তদীয় আননে প্রবেশ করিল। তিনিই কেবল ইহা জানিতে পারিলেন; আর কেহই নহে।

অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব অতীব-বীর্য্যসম্পন্ন সুধন্বার সেই প্রজ্বলিত-কুণ্ডলমণ্ডিত রমণীয় মস্তক স্বীয় হস্ত হইতে সবেগে রাজা হংসধ্বজের রথে নিক্ষেপ করিলেন। মহীপতি হংসধ্বজ সেই পতমান পুত্রকে গ্রহণ করিয়া, মুখ দর্শন করত শোকভরে কহিতে লাগিলেন, বৎস সুধন্বন্! আমি তোমার কি করিয়াছি, তুমি কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছ না, তাত! আমি তোমার পিতা, ইহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? না, আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছ? অয়ি সুব্রত! আমি ত কখনও তোমার কোন অপকার করি নাই এবং তুমিও পূর্ব্বে কখনও আমাকে এরূপ মৌন-বেদনা প্রদান কর নাই। বৎস! আমি পুত্রস্নেহ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তোমায় তপ্ততৈল-পরিপূর্ণ কটাহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, গুরুতর দণ্ডপ্রয়োগ দ্বারা নিতান্ত পীড়ন করিয়াছিলাম। ইহাতে কি তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছ? হায়! ক্ষত্রিয়ের দুরাচার ধর্ম্মে ধিক্! বৎস! তুমিই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ। যেহেতু, তুমি যুদ্ধে কৃষ্ণা-

র্জ্জুনের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক আপনার প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছ এবং তুমি পতিব্রতা প্রভাবতীরও মনোরথ পূর্ণ করিয়াছ।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! পুত্রশোকাতুর রাজা হংসকেতন এই কথা কহিয়া যেন হাসিতে হাসিতে, আপনার ও পুত্রের ভালদেশ পরস্পর একত্র মিলিত করত, বারংবার তদীয় বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাহার অন্তঃকরণে বিষাদসহর্ষকৃত কতপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিবার নহে। তিনি পুনরায় অপার সুতশোকসাগরে পতিতও তাহার উত্তাল তরঙ্গাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, হাহাকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! উত্থিত হইয়া, বলপূর্ব্বক পার্থের যজ্ঞীয়াশ্ব গ্রহণ কর এবং প্রত্যুম্নপ্রমুখ বীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। বৎস! তুমি জননীর বাক্য সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছ এবং ত্বদীয় ভগিনী কুবলা যাত্রাকালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও তুমি রক্ষা করিয়াছ। কিন্তু আমার কথা কেন শুনিতেছ না? আমি বারংবার ব্যাকুল হৃদয়ে তোমারে সম্ভাষণ ও গমনে অনুমোদন করিতেছি, কিন্তু তুমি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, চিরমৌন অবলম্বন করিয়াছ। ইহাই কি তোমার পিতৃভক্তি। তাত! আমি তোমার এই শিশু-শশি-সদৃশ সুন্দর আনন দর্শন না করিলে, আত্মসাক্ষাৎকারবঞ্চিত যোগীর ন্যায়, কোন মতেই প্রাণধারণে সমর্থ হইব না। বৎস! তোমার সুরথ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সকলেই শ্রবণ করুন। আমি বারংবার প্রার্থনা করিলেও, সুধন্বা কোনরূপ সম্ভাষণ বা যুদ্ধে গমন করিতেছে না। হায়, আমার কি হইল!

পিতার এই কথা শুনিয়া, মহাভাগ সুরথ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাত! সুধন্বা যুদ্ধে হত হইয়াছে। আপনি কিজন্য তদীয় মস্তক গ্রহণ করিয়া রণমধ্যে রোদন করিতেছেন?

হংসধ্বজ কহিলেন, বৎস! আমার রোদনের কোন কারণ উপস্থিত হইয়াছে। দেখ, সুধন্বার মস্তক ছিন্নাবস্থায় ভগবান্ হরির সর্ব্বলোকশরণভূত চরণপদ্মে পতিত হইয়া, পুনরায় উহা পরিহার করিয়াছে। অতিমাত্র সুকৃতপ্রভাবেই হরিসান্নিধ্যলাভ হয়, আবার, অতিমাত্র দুষ্কৃতযোগেই তাহার বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। আমার বা সুধন্বার এমন কি, ঘোর দুষ্কৃতি আছে, যাহা দ্বারা এই ছিন্ন মস্তক কৃষ্ণপাদপদ্মে, মধুকরের ন্যায়, সমাগত হইয়া, ক্ষণমাত্রও তথায় অবস্থিতি করিল না; ইহাই আমার রোদনের হেতু। বৎস সুরথ! ভগবান্ জনার্দ্দন ত্বদীয় ভ্রাতার এই সমুজ্জ্বল-কুণ্ডল-বিলম্বিত মনোহর মস্তক আমার উপরে নিক্ষেপ করিয়াছেন; আমিও ইহা তাঁহার রথে নিক্ষেপ করিব।

জৈমিনি কহিলেন, রাজন্! রাজা হংসধ্বজ এইপ্রকার বাক্যবিন্যাসপুরঃসর পুত্রের সেই বিশাল মস্তক স্বহস্তে সংগ্রহ করিয়া, সবেগে পুনরায় বাসুদেবের রথে নিক্ষেপ করিলে, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিয়া, গগনমণ্ডলে পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময়ে প্রবলপ্রতাপশালী সুরথ দুঃখিত হইয়া, স্বজনদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে তাত! হে সৈনিকসকল! তোমরা সকলে অবলোকন কর। আমি অদ্য তোমাদের সমক্ষে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইব। কৃষ্ণ মদীয় ভ্রাতার মস্তক নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি যদি অদ্য আমার সম্মুখে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে, তাঁহার কতদূর বলবুদ্ধি ও বীর্য্যপ্রভাব, জানিব। অদ্য অর্জ্জুনকেও আমি ছেদন করিব। এই বলিয়া তিনি ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে মনোমারুতগামী দিব্য রথে আরূঢ় ও সুবিপুল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধজন্য প্রস্থান করিলেন। হে জনমেজয়! তৎকালে তিনি রোষভরে শঙ্খধ্বনিসহকারে সিংহনাদ করিলে, রসাতল যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণের যেন মহামোহ উপস্থিত হইল। তিনি সুবিশাল শরাসন গ্রহণ করিয়া, অর্জ্জুনকে কহিলেন, অয়ি মহাবল! অদ্য তুমি সংগ্রামে আমার সহিত অধিষ্ঠান কর। কৃষ্ণ! তুমিও সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জুনকে রক্ষা কর। আমি সুরথ, তোমার প্রবল শত্রু। হে জনার্দ্দন! তুমি মদীয় ভ্রাতা সুধন্বাকে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য-সহায়ে সংহার করিয়া, নিতান্ত অজ্ঞানের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ। ইহাতে যে আপনার ক্ষতি হইয়াছে, নিরীক্ষণ কর নাই। কৃষ্ণ! যেমন কোন শিশু মুক্তারাশির বিনিময়ে সামান্য বদরিকা গ্রহণ করে, তুমিও তেমনি মুক্তাফলোপম পুণ্য অর্পণ করিয়া, সুধন্বার বদরতুল্য প্রাণ গ্রহণ করিয়াছ। ইহাতে কোন্ ব্যক্তি কাহাকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছে তুমি কি বলিতে পার? কখনই নহে। তুমি গোপাল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি কিরূপে আমাকে জানিতে পারিবে? হে কেশব! অদ্য ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হইয়াছে, পরস্পরের অবশ্যই পরিচয় হইবে। হায় মদীয় ভ্রাতা সুধন্বা

কোথায় গেলেন; তাঁহাকে আমি দেখিতে পাইতেছি না। এই দুরাত্মা পাণ্ডব তাঁহার নিধনের কারণ। অদ্য ইহাকে পাইয়া আমার অতিমাত্র আহ্লাদ উপস্থিত হইতেছে।

জৈমিনি কহিলেন, সুরথকে তথাবিধ দর্শন করিয়া, ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি এই মহাযুদ্ধে কদাচ ইহার সম্মুখে থাকিও না। এই সুরথ স্বভাবতঃ মহাবল, সুকৃতী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন; তাহাতে আবার ভ্রাতৃশোকে মত্ত ও সন্তপ্ত হইয়াছে। মদ-সলিল-সংসিক্ত মহাগজের ন্যায়, ইহাকে নিবারণ করা সহজ নহে। অতএব অন্যান্য বীরগণ ইহার সহিত যুদ্ধার্থ গমন করুক। হে পার্থ! তুমি গমন করিলে, নিশ্চয়ই গুরুতর অনিষ্টসংঘটন হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, তুমি আমার সমস্ত অশুভই বিনাশ করিয়াছ। অতএব অদ্য এই সুরথকর্ত্তৃক আমার কি অনিষ্ট সংঘটিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এই রণস্থিত সুরথকে দ্বিতীয় সৃষ্টি-বিধানে সমুদ্যত দেখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও সর্ব্বদা গুরুতর চিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সুরথের বলবীর্য্যের সীমা ও উপমা নাই। এইজন্য আমি তোমাকে বারংবার প্রতিষেধ করিতেছি। তুমি পূর্ব্বে সর্ব্বদা আমার মতানুসারে চলিয়াছ। এক্ষণেও আমার মতে তোমার কার্য্য করা উচিত। হে পাণ্ডবর্ষভ! প্রদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ অদ্য মহার্ণবে ইহাকে নিপাতিত করুক। ইহা ভিন্ন ইহার সংহারের উপায় দেখিতেছি না। দেখ, আমি তোমার অর্থে নিজ পুণ্য প্রদান

করিয়াছি, তাহাতেও অতি ক্লেশে সুধন্বা নিহত হইয়াছে। হে পার্থ! যাহার দুষ্কৃত অপেক্ষা সুকৃতের অংশ অধিক, তাহারও বিজয়বুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুরথের শরীরে একমাত্র সুকৃতেরই অধিষ্ঠান; দুষ্কৃতের লেশমাত্রও নাই। হে অর্জ্জুন! মনুষ্যের শরীরে দুষ্কৃতের আবির্ভাব হইলেই, ব্যাঘ্র, তস্কর, রাজন্য, সর্প ও অগ্নি ইত্যাদির ভয় হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি সুকৃতকারী, তাহার কোন ভয় বা বিপদেরই সম্ভাবনা নাই।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন রুক্মিণী-নন্দন প্রদ্যুম্নকে সুমধুর বাক্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমরা মহাবল বহু বীর সমবেত হইয়া, সর্ব্বথা এই সুরথকে নিপাতিত করিবে। আমি অর্জ্জুনকে লইয়া গমন করি। কৃষ্ণের আদেশে বীরগণ ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকেই যুদ্ধে নির্গত হইল। এদিকে ভগবান্ অর্জ্জুনের রথ যুদ্ধভূমি হইতে তিন যোজন অন্তরে লইয়া গেলেন। তখন সুরথ ও অন্যান্য বীরগণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবল সুরথ ক্রোধযুক্ত হইয়া, ভ্রাতৃহন্তা কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাই-লেন না। তখন রোষামর্ষে অধীর ও অসহমান হইয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয় ভ্রাতা সুধন্বার শত্রুকে সংগ্রামে দেখিতেছি না। শিশুগণ স্বভাবতঃ শোচনীয়। তাহাদের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এই দুই জনই

অপরাধী, সন্দেহ নাই। অগ্রে এই শিশুদিগকে নিবারণ করিয়া, পশ্চাৎ তাহাদের দুইজনকে সংহার করিব। তাহারা আমার সম্মুখে পাতালে বা অন্তরীক্ষে কোথায় যাইতে পারিবে? মহাবল সুরথ এইপ্রকার স্থির করিয়া বিপক্ষ-সৈনিকদিগকে কহিলেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কোথায় গেলেন, আমি তাঁহাদিগকে তোমাদের মধ্যে দেখিতেছি না।

সৈনিকেরা কহিল, বীর! তুমি ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায়, কি বৃথা জল্পনা করিতেছ? যাহারা যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদেরই সহিত প্রথমে যুদ্ধ কর। পশ্চাৎ নিজ বৈরী কৃষ্ণ ও পাণ্ডবের সন্ধান করিও। এই বলিয়াই তাহারা তৎক্ষণাৎ সুরথকে পরিবেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে তিনি ভূরি ভূরি নারাচ প্রয়োগ পূর্ব্বক সেই সকল বীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে, কেহ নিপাতিত, কেহ বিদারিত, কেহ ছৃতাঙ্গ, কেহ ছিন্নমস্তক ও কেহ বা হতবাহন হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল। ক্ষণমধ্যেই তদীয় প্রভাবে সৈন্যমধ্যে তুমুল হাহাকার সমুত্থিত হইল। হে রাজেন্দ্র! এইরূপে তিনি যোজনত্রয়ব্যাপী ব্যূহমধ্যস্থ সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া, বাসুদেবের সমীপে সমাগত হইলেন। তথায় রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও তদীয় সারথি হরিকে দর্শন করিয়া, অতিমাত্র ক্রোধে অভিভূত ও নিরতিশয় অমর্ষপরায়ণ হইলেন। এবং শরপরম্পরা প্রয়োগপূর্ব্বক বাসুদেবকে সমন্তাৎ আকীর্ণ করিয়া, পরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন জাতক্রোধ হইয়া, তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, একবারে শরসহস্র সন্ধান করিয়া, রথ ও অশ্বের সহিত শত্রুতাপন সুরথকে নিপীড়িত করিলেন। এবং পুন-

ন্নায় সুশাণিত সায়কসমূহ মোচন করিয়া, তাঁহার জ্যা সহিত ধনু; সুন্দর পতাকা সহিত ধ্বজ, সারথি সহিত রথ ও অশ্ব সমুদায় তিল তিল করত শত শরে স্বয়ং সুরথকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল সুরথও অর্জ্জুনকে শরপরম্পরায় আচ্ছন্ন করিলেন। রাজন্! এইরূপে বিবিধ অস্ত্র ও শস্ত্র প্রয়োগ পুরঃসর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

ঐ সময়ে স্বয়ং বাসুদেব অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বীরবর সুরথ যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে যুদ্ধ করিতেছে, অবলোকন কর। এই সুরথ ভ্রাতৃবিনাশের প্রতিশোধ স্বরূপ আমাদের সৈন্য সংহার করিবে। হে অর্জ্জুন! আমি ইহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে ছাড়িতেছে না। আমাদের উভয়ের সম্মুখে ও সমক্ষে যুদ্ধ করিতেছে। আর কোন যোদ্ধাকেই সম্মুখীন দেখিতেছি না। দেখ, শরপরম্পরায় বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত করিয়াও, ইহার বীর্য্যের অবসান হয় নাই।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের বাক্যে কুপিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমি আপনার সমক্ষে মহাবীর সুরথকে সংহার করিব। হে মাধব! আপনার প্রসাদে ও অনুগ্রহে আমার অসাধ্য কিছুই নাই।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর মহাবল পার্থ শত শরে সুরথকে আহত করিলেন। তদীয় রথ তৎক্ষণাৎ সবেগে আকাশে উত্থিত হইল। তখন তিনি শিলাশাণিত বিচিত্র সায়কপুঞ্জে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া, হাসিতে হাসিতে পার্থকে কহিলেন, শ্বেতবাহন! আমি শরসমূহে তোমার

রথ ভেদ করি, তুমি রক্ষা কর। রাজন্! বলিতে বলিতে অর্জ্জুনের সেই মহারথ, মহারথ সুরথের শরপ্রহারে অভিহত হইয়া, কৃষ্ণ ও হনূমানের সহিত রণস্থলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন বাসুদেব ক্রোধান্বিত হইয়া, পদদ্বয়ে নিপীড়নপূর্ব্বক ধরাতলে প্রবেশিত করিলেও, কোন মতেই স্থির হইল না, পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহার নিরতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল। রথিশ্রেষ্ঠ সুরথ ঐ সময়ে শিলাশিত গার্দ্ধপত্র শরসমূহে তাঁহাদের দুই জনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য ও ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ নিনাদিত করিয়া, দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ রোষভরে অর্জ্জুনকে কহিলেন, দেখ, আমি ধারণ করিয়া রহিয়াছি, তথাপি সুরথের শরে আহত হইয়া, ত্বদীয় রথ সবেগে পরিচালিত হইতেছে। অতএব তুমি বলপ্রয়োগসহকারে মহারথ সুরথকে আশু বিরথ কর; ইহার মনোরথপূরণের কোন পথ প্রদান করিও না। অমিত-বীর্য্য অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া, বাণপ্রয়োগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সুরথের দিব্য মহারথ অশ্ব, ধ্বজ ও সারথির সহিত শতধা ছেদন করিলেন। রাজন্! মহাবল সুরথ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিরথ হইবামাত্র, পবননন্দন হনূমান স্বীয় লাঙ্গূল দ্বারা বেষ্টন করিয়া, ধনঞ্জয়ের রথ ভূমধ্যে দৃঢ়নিবদ্ধ করিলেন। তৎ-কালে স্বয়ং বাসুদেবও দৃঢ়রূপে বল্গা ধারণ করিলে, ঐ রথ পুনরায় স্থিরভাব অবলম্বন করিল, আর গমন করিল না।

সুরথ কহিলেন, কেশব! আমি বুঝিতে পারিয়াছি,

ত্বদীয় ভারে অর্জ্জুনের রথ স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে এবং তুমি ও হনূমান্ তোমাদের উভয়ের যোগে অধোদিকে নীত হইতেছে। তথাচ, আমি পুনরায় ইহার উদ্ধার করিব। এই বলিয়া, রাজনন্দন সুরথ স্বকীয় বিক্রমে রথের ঈষা গ্রহণ করিয়া, সেই ভূতলগামী রথ পুনরায় উত্থিত করত সহর্ষে কহিতে লাগিলেন, পার্থ! বল, এই যুদ্ধভূমি হইতে সাগরে, বা মেরুশিরে, অথবা সেই হস্তিনাপুরে, কোন্ প্রদেশে ক্রোধভরে তোমার এই রথ নিক্ষেপ করিব?

অনন্তর রথস্থ অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ পঞ্চ শর প্রহার করিলে, সুরথ মূর্চ্ছার বশীভূত হইলেন। তখন হস্ত শিথিল হওয়াতে রথ তাহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। পরে মূর্চ্ছার অবসানে অন্য রথে আরোহণ করিয়া, রাজকুমার সুরথ অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, বারাহকর্ণ, নালীক, ক্ষুরপ্র ও কটকামুখ ইত্যাদি বহুবিধ বাণ বিসর্জ্জনপুরঃসর ক্রুদ্ধনয়নে কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, পার্থ! অদ্য তুমি কোনরূপ সত্য প্রতিজ্ঞা কর। আমি পূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে, তোমার প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বীর! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে তোমার জনকের সমক্ষে নিধন করিব। এক্ষণে তুমি নিজে যথোপযুক্ত প্রতিজ্ঞা কর।

সুরথ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমি তোমাকে রথ হইতে ভূমিতে পাতিত করিব। যদি না করি, তাহা হইলে, আমার সুকৃত যেন বিনষ্ট হয়।

জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! এই অবসরে বীর্য্যশালী সুরথ শরবৃষ্টি করিয়া, অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুনও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর তিনি রোষভরে উপর্য্যুপরি সুরথের অষ্টোত্তরশত রথ এবং অনেক সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে সুরথ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে মহাত্মা অর্জ্জুনের কার্ম্মুকজ্যা ছেদন ও নারাচসমূহে তাঁহাকে বারংবার বিদ্ধ করিয়া, সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ স্বীয় কার্ম্মুকে গুণ সংযোজিত করিয়া, রাশি রাশি শস্ত্র ও অস্ত্রসমূহে সুরথকে বিদ্ধ ও রথহীন করত, পুনরায় অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তদীয় বাহুমূল বিদারিত করিলেন। তাহাতে বিবিধভূষণভূষিত তদীয় দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া, তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইল। মহাবল সুরথ বাম হস্তে মহতী গদা গ্রহণ করিয়া, সবেগে অর্জ্জুনের তুরগ সকল ও সারথি গোবিন্দকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন এবং সেই গুর্ব্বী গদার আঘাতে সহস্র গজ, দুই সহস্র রথ, অযুত অশ্ব ও লক্ষ লক্ষ পদাতি সংহার করিয়া, প্রমত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও সমবেত নৃপতিবর্গ, সকলকেই সরোষে ও সগর্ব্বে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া, পুনরায় দশ সহস্র পদাতি সৈন্য শমনসদনের অতিথি করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবাহু ধনঞ্জয় লঘুহস্ততা-প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বামহস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

করদ্বয় ছিন্ন হইলে, রাজনন্দন সুরথ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! অধুনা আপনাকে রক্ষা কর। মাধব!

তুমিও আত্মরক্ষা কর। আমি তোমার প্রবল অরাতিরূপে ত্বদীয় মিত্র ধনঞ্জয়ের সন্নিহিত হইয়াছি। এই বলিয়া মহাবীর সুরথ ছিন্নহস্তে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি তদ্দর্শনে রোষভরে নবতি শরে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ ও দুই শরে দুই পদ ছিন্ন করিয়া দিলেন। পদদ্বয় ছিন্ন হইলেও, মহাবল সুরথ রথের প্রতি যেমন গমন করিবেন, অমনি ধনঞ্জয় সর্ব্বদেবময় শর সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার সুবিশাল মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কুণ্ডলমণ্ডিত সুচারুনেত্রসমলঙ্কৃত মস্তক ছিন্ন হইলে, সুরথের সেই পদহীন কবন্ধ ইতস্ততঃ সবেগে ধাবমান হইয়া, অর্জ্জুনের অনেক সৈন্য সংহার করিল। ঐ সময়ে সুরথের ছিন্ন মস্তক পার্থের ভালদেশে লগ্ন হওয়াতে, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিলেন। অনন্তর ঐ মস্তক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে গমন করিল।

একবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জ্জুনকে উত্থিত ও রথে আরোপিত করিয়া, পরে ঐ মস্তক বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, পার্থ! মহাবাহু সুরথ আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা পালন করিয়াছে। অতএব তুমি জানিতেছ, এই ব্যক্তি সত্যবাদী।

অর্জ্জুন কহিলেন, দেব! আমি সুরথকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছিলাম। তোমার প্রসাদে পুনরায় জীবিত হইয়াছি।

যাহা হউক, এই সুরথই ধন্য; আর কেহই নহে। অতএব আমার হস্তে এই সুবিশাল মস্তক প্রদান কর। আমি ইহার বন্দনা করিব। তাহা হইলে, এই শিরস্পর্শনিবন্ধন আমার শূরত্ব সম্পন্ন হইবে। এই বলিয়া অর্জ্জুন সেই শ্মশ্রুল শির গ্রহণ করিয়া, বন্দনা করিলেন।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলে, বিনতানন্দন স্মৃতমাত্রই সমাগত হইয়া, নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অয়ি বিশালাক্ষ কশ্যপনন্দন! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি এই মস্তক গ্রহণ করিয়া, আশু তীর্থরাজ প্রয়াগে নিপাতিত কর।

গরুড় কহিলেন, তথায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী জলমাত্র। সুতরাং তথায় এই মস্তক নিক্ষেপ করিলে, কি ফল হইবে? আর, আপনি, স্বয়ং যখন এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন সেখানে কি জন্য আমি লইয়া যাইব? আরও দেখুন, যত দিন মনুষ্যের অস্থি গঙ্গাজলে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ততদিনই তাহার স্বর্গে অমৃতভোজন হয়। যাহা হউক, সাধুগণের আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। অতএব সুরথের মহৎ তেজ আপনার বদনে প্রবিষ্ট হইলেও, আমি প্রয়াগে গমন করিব। হে গোবিন্দ! আমি তোমার দাস। আমার হস্তে মস্তক ন্যস্ত কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, গরুড়! এই মস্তকসংসর্গে প্রয়াগের পাবনী শক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে। তুমি তথায় মদীয় কোশ-মধ্যে এই শিরোরত্ন নিক্ষেপ করিও।

জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর বিনতানন্দন গরুড় সুরথের

সুবিশাল শির গ্রহণ করিয়া, গগনমণ্ডলে গমন করিতে লাগিলেন। ভবানীপতি মহাদেব তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। সেই ভগবান্ কৈলাসনাথ প্রিয়তমা পার্ব্বতীর সহিত মিলিত ও স্বীয় গণে পরিবৃত হইয়া, বৃষে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি শূলধারী, চরাচরের গুরু, সকলের বরদ, সৃষ্টিকর্ত্তা, কপালী, সুখের অধিষ্ঠাতা, পিতামহাদি দেবগণের আরাধ্য এবং সকলের নিয়ন্তা। কশ্যপকুমার গরুড় সুরথের মস্তক গ্রহণ করিয়া, প্রয়াগাভিমুখে গমন করিতেছেন, দেখিয়া, তিনি ভৃঙ্গীকে আদেশ করিলেন, তুমি আশু গরুড়ের নিকট গমন কর।

পার্ব্বতী কহিলেন, বিরূপাক্ষ! গরুড় কি লইয়া, কোথায় যাইতেছে, শুনিবার জন্য নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

শিব কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন মহাবীর সুরথের মস্তক ছেদন করিয়াছে। গরুড় স্বীয় প্রভু গোবিন্দের আদেশে ঐ মস্তক প্রয়াগে নিক্ষেপ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। আমি উহাই আনয়ন করিবার জন্য ভৃঙ্গীকে গরুড়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি। সমুজ্জ্বল-কুণ্ডলালঙ্কৃত উল্লিখিত মস্তক স্বীয় মুণ্ডমালায় সন্নিহিত করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। অয়ি কমললোচনে! ইতিপূর্ব্বে ইহার ভ্রাতা সুধন্বার মস্তক মুণ্ডমালায় ধারণ করিয়াছি। অধুনা, এই সুরথের সুবিশাল শির আমার অত্যুৎকৃষ্ট দ্বিতীয় ভূষণ হইবে। কল্যাণি! সংসারে গুণের সমুচিত পুরস্কার ও অগুণের যথাবিহিত তিরস্কার হওয়া কর্ত্তব্য। এই সনাতন নিয়মের